চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার মসলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 May, 2020 ■ আগরতলা, ৫ মে ২০২০ ইং ■ ২২ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জহরনগর বিএসএফ ক্যাম্পে সংক্রমিত হল দুই শিশু ও মহিলা

আরও ১৩ জন করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। দুই শিশু ও মহিলা সহ নতুন করে ১৩ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তারা সকলেই ধলাই জেলা সদর আমবাসার জহরনগরস্থিত বিএসএফের ১৩৮ নং ব্যাটেলিয়ানের মুখ্য কার্য্যালয়ে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দাবি, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে বিএসএফ জওয়ানদের করোনা আক্রান্তের ঘটনা জহরনগরস্থিত বিএসএফের প্রধান কার্য্যালয়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই, বিএসএফের ওই প্রধান কার্য্যালয়ের সকলের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

আজ নতুন করে ১৩ জন করোনা আক্রান্তের ঘটনায় ত্রিপুরায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ জন। তাদের মধ্যে দুইজন সুস্থ হয়েছেন। গতকাল ১২ জন বিএসএফ জওয়ানের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছিল। আজ রাতে তাদের জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেন্টারে আনা হয়েছে।

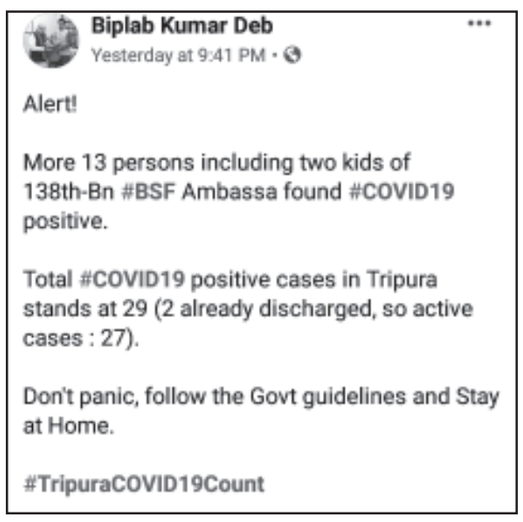

এদিকে, আজ ১৭৯টি নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। তারা বিএসএফের করোনা আক্রান্ত জওয়ানদের সংস্পর্শে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, আজ ১০২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দুইজন শিশু ও এক মহিলা সহ তের জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অভয়বানী দিয়ে বলেন, বিএসএফের প্রথম করোনা আক্রান্ত জওয়ানের গন্ডাছড়ায় সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তার কথায়, ওই জওয়ান গন্ডাছড়ায় এডমিন বেস ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে গন্ডাছড়া হাসপাতাল এবং কুলাই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। গন্ডাছড়াস্থিত এডমিন বেস ক্যাম্পে ওই জওয়ানের সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সাথে তিনি আরও বলেন, ৭৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ৬০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বাকিদের নমুনা পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। তার আশা, তাদেরও কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে বিএসএফ জওয়ানদের করোনা সংক্রমন আমবাসায় জহরনগরস্থিত প্রধান কার্য্যালয়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ ক্যাম্পেই সংক্রমিত হয়েছেন জওয়ান ঃ এসিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্যে বিএসএফ-এর ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়ানে করোনা আক্রান্ত ১৪ জওয়ানের সংস্পর্শে ছিলেন এমন আরও ১৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আজ (সোমবার) সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত রিপোর্ট এসে যাবে। এদিকে, গতকাল চিহ্নিত ১২ জন করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানদের আজ জিবি হাসপাতালের কোভিড-১৯ চিকিৎসা কেন্দ্রে আনা হবে।

প্রসঙ্গত, একজন বহির্রাজ্যের অ্যাম্বুলেন্স চালক। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চেন্নাই থেকে রোগী নিয়ে ত্রিপুরায় আসার পর তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতেই করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট মিলেছে। এছাড়া প্রথম দুই করোনা আক্রান্ত রোগমুক্ত হয়েছেন। কিন্তু গত দু-দিনে নতুন করে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে ত্রিপুরায়।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানরা লক্ষণহীন ছিলেন। কারণ, ত্রিপুরায় বিএসএফ-এর প্রথম আক্রান্তজওয়ান ১১ মার্চ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাই জেলাকে রেড জোন ঘোষণা, এখনও কমিউনিটি সংক্রমণ হয়নি ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। ত্রিপুরায় এখনো করোনা-র সংক্রমণ কমিউনিটিতে ছড়ায়নি। তবে ১৪ জন বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্তের ঘটনায় ধলাই জেলাকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। ওই বিএসএফ জওয়ানদের সংস্পর্শে ছিলেন এমন ৩৩১ জনকে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭৯ জনের নমুনা পরীক্ষা চলছে। আরও ১১৮ জনের নমুনা কাল সংগ্রহ করা হবে।

সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, প্রথম করোনা আক্রান্ত বিএসএফ-এর হেড কনস্টেবলের কিছু শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে। দ্বিতীয় জওয়ান স্থিতিশীল রয়েছেন। তিনি বলেন, গতকাল করোনা আক্রান্ত হিসেবে ১২ জন বিএসএফ জওয়ানকে আজ রাতের মধ্যেই জিবি হাসপাতালের কোভিড-১৯ কেন্দ্রে আনা হবে। তাঁর কথায়, তাঁরা সকলেই সুস্থ আছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, বিএসএফ জওয়ানদের শরীর থেকে করোনা সংক্রমণ কমিউনিটিতে ছড়ায়নি। বিএসএফ ক্যাম্পের ভেতরেই তারা সংক্রমিত হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের দোকান খোলার পর সোমবার ক্রেতাদের দীর্ঘ লাইন বিপনীগুলির সামনে। ছবি নিজস্ব।

সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী কার্ফু জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। সারা রাজ্যে কার্ফু জারি করা হয়েছে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে পরদিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ওই কার্ফু বলবৎ থাকবে। আজ রাতে এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই ঘোষণা দিয়েছেন। সাথে তিনি সতর্ক করেছেন কার্ফু চলাকালীন অযথা বাইরে বের হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পুলিশ প্রশাসন আগামীকাল থেকে সেই দিশায় কাজ করবে। তার কথায়, জেলা শাসকরা নিজ নিজ জেলায় সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। তার অতিরিক্ত আজ থেকে সারা রাজ্যে কার্ফু জারি করা হচ্ছে।

সাথে তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত ব্যবসায়ী, পেট্রোল পাম্প কর্মী, গাড়ি চালক ও রিক্সা শ্রমিকদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আদেশ না মানা হলে প্রথম বার একশ টাকা ও দ্বিতীয় বার দুইশ টাকা জরিমানা করা হবে। তার অধিক আদেশ উলঙ্ঘন করা হলে এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্টে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিন তিনি হতাশার সুরে বলেন, ভেবেছিলাম রাজ্য থেকে করোনা বিদায় নিয়েছে। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে করোনা আবার জাকিয়ে বসেছে। তাই তিনি রাজ্যবাসীকে সংযত থেকে করোনা মোকাবিলায় লড়াই জারি রাখার আবেদন জানিয়েছেন। এদিন তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবারসহ ৩৩ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি ফেরানোর উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ত্রিপুরায় আটক পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। তাঁদের ফেরত পাঠানোর জন্য একটি টিম গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় পরিবার সমেত মোট ৩৩ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে ফেসবুক বার্তায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁদের সকলকে ট্রেনে পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার নির্দেশ জারি করেছেন। তাতে ত্রিপুরা প্রশাসনের চার পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত টিম ঘোষণা করেছেন তিনি।

লকডাউন ঘোষণার পর পরিযায়ী শ্রমিকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেনে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তাতে শামিল হয়েছে ত্রিপুরাওউ রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে অনেক আগেই। তাঁদের খাবার সামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তবুও তাঁরা বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব। তাই, এখন তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিবার নিয়ে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক কাজের জন্য ত্রিপুরায় বসবাস করছেন। বর্তমানে তাঁদের কাজের মরশুম সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু লকডাউনে তাঁরা বাড়ি যেতে পারছেন না। তাঁদের বাড়ি ফেরানোর বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশি মহিলার অনুপ্রবেশ সীমনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। করোনা-র প্রকোপে লকডাউন চলাকালীন সময়েও বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশ বন্ধ হচ্ছে না। আজ সোমবার ফের সীমান্ত ডিঙিয়ে অবৈধভাবে ত্রিপুরা আগত এক মহিলাকে স্থানীয় জনগণ আটক করে পুলিশে দেন। পরে বিএসএফ এসে ওই মহিলাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন সিমনা এলাকায় বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাজার এলাকায় স্থানীয় জনগণ বাংলাদেশের জিংলাতলি এলাকার বাসিন্দা জাহানারা বেগমকে অবৈধ প্রবেশের দায়ে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে স্থানীয় মাংস বিক্রেতা রঞ্জন পোদ্দার বলেন, আজ দুপুরে দলদলি বাজারে আগরতলা-সিমনা প্রধান রাস্তায় এক মহিলাকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। সন্দেহ হওয়ায় ওই মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কীভাবে এসেছেন তা তিনি বলতে পারছিলেন না। রঞ্জন বাবুর কথায়, চারদিকে করোনা-র প্রকোপ দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশেও করোনা-র প্রকোপ বিরাজ করছে। তাই, কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ওই মহিলার বিষয়ে সুন্দরটিলা ফাঁড়িতে খবর দেহ। পুলিশ আসার পর বিএসএফও এসেছে এবং ওই মহিলাকে নিয়ে গেছে।

এদিকে মহিলাটি জানান, তার নাম জাহানারা বেগম। তার স্বামী আবুল খায়ারউ বাংলাদেশের জিংলাতলিতে তিনি থাকেন। কিন্তু স্বামীর বাড়িতে অশান্তি, তাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে নানি-র বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে আটক ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সাত আধিকারিক নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। বহিঃরাজ্যে আটক ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকার সাতজন আধিকারিককে দায়িত্ব দিয়েছে। এ-বিষয়ে সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

লকডাউনে প্রচুর ত্রিপুরার নাগরিক বহিঃরাজ্যে আটকে গেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃ রাজ্য যাতায়াতে অনুমতি দিয়েছে। তাতে অনেকেই ত্রিপুরায় ফিরছেন। ত্রিপুরা সরকার তাদের জন্য পাস-এর ব্যবস্থা করছে। গতকাল রাজস্থানের কোটা থেকে অভিভাবক সহ ২৪০ জন ছাত্রছাত্রী বাসে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। ১১টি বাসে চেপে তাঁরা সকলে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। তবুও অনেকে ত্রিপুরায় ফিরতে চাইছেন, কিন্তু নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে, অনেকেই যোগাযোগ করতে পারছেন না, কারণ কেউ ফোন ধরছেন না, এমন অভিযোগ উঠেছে।

আজ ত্রিপুরা সরকার বহিঃ রাজ্যে আটকে রয়েছেন যাঁরা তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্যভিত্তিক আধিকারিকদের দায়িত্ব দিয়েছে। অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সিং তামিলনাড়ু, সচিব সহদেব দাস তেলেঙ্গানা, সচিব তনুশ্রী দেববর্মা কর্ণাটক, সচিব সৌম্যা গুপ্তা অসম, সচিব অপূর্ব রায় পশ্চিমবঙ্গ এবং সচিব কিরেন গিত্তেকে মহারাষ্ট্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই রাজ্যগুলিতে ত্রিপুরার নাগরিক যাঁরা আটকে রয়েছেন তাঁদের ফিরে আনার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন ওই আধিকারিকরা। এছাড়া, ওই সব রাজ্যের বাইরে অন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কংগ্রেস উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবী করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য কংগ্রেস। বাংলাদেশ থেকে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে এসেছে নাকি অন্যভাবে সংক্রমিত হয়েছে এনিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছে কংগ্রেস। সিবিআই না হয় অন্য কোন স্পেশাল তদন্তকারী টিম দিয়ে তদন্ত করার দাবিও জানিয়েছে কংগ্রেস।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানিয়ে পিসিসি সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাস। তার মতে বাংলাদেশ থেকে সংক্রমিত না হলে এই ভাইরাস কোনও ভাবেই সংক্রমিত হত না। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যদি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করা থেকে তাহলে কিভাবে সংক্রমিত হয়েছে তা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে জনসমক্ষে আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি। কারণ মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। পিযূষবাবু বলেন, গোটা বিশ্ব এখন আতঙ্কিত এই মারণব্যাধি ভাইরাসের জন্য। রাজ্যের প্রতিটি সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশি নাগরিকরা প্রবেশ করেছে, তাদের থেকে সংক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে বিএসএফের কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ এনে তিনি বলেন, সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের উচিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের দোকান খুলতেই ক্রেতাদের মধ্যে উন্মাদনা, বিপনিগুলিতে ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড় দেওয়ায় আজ সোমবার থেকে সারা দেশে মদের দোকান খুলেছে। তাতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। আজ সোমবার ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে সমস্ত মদের দোকানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। উদয়পুরে বৃষ্টিতে ভিজে মানুষ মদ নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন। আজ মানুষের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে মদের দোকান খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। অবশ্য ওই নির্দেশ সম্পূর্ণ পালন হয়নি। তবে বিভিন্ন দোকানেই কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে মদ নিয়ে গেছেন।

জনৈক বিক্রেতা বলেন, সরকারি আদেশ মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা মদ বিক্রি করছি। শুধু তা-ই নয়, স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাস্ক ছাড়া কোনও ক্রেতা আসলে তাকে মদ বিক্রি করা হচ্ছে না। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে দোকান বন্ধ ছিল। তাই আজ প্রচণ্ড ভিড় ছিল। তিনি বলেন, মদ পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। কিন্তু মানুষ অতিরিক্ত ক্রয় করছেন।

এদিকে, আজ মদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর লম্বা লাইন দেখা গেছে। জনৈক ক্রেতা বলেন, ভোরবেলা দোকানে লাইন দিয়েছি। তবেই, মদ কিনে বাড়ি ফিরছি। আজ মদের দোকান খুলতেই মানুষদের মধ্যে এক আলাদা উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল না, দেশ করোনা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গোমতি জেলা সদর উদয়পুরে বৃষ্টিতে ভিজে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে, মদ কেনা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। দোকানের সামনে পুলিশি প্রহরা ছিল। ফলে মানুষ সুশৃঙ্খল ভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে মদ নিয়ে গেছেন।

আজ বিকেল পাঁচটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানদের আইসোলেশনে রাখা নিয়ে আমবাসায় হুলস্থুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। করোনা আক্রান্ত-দের আইসোলেসনে রাখা নিয়ে হুলস্থুল বেঁধে গিয়েছিল আমবাসায়। ১২ জন করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানদের রাখার ধলাই জেলা সদর আমবাসায় চান্দ্রাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে স্থানীয় জনগণ প্রতিবাদ জানান এবং ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা আক্রান্তদের রাখা যাবে না বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাতে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সেখান থেকে সরাতে সক্ষম হয়।

গতকাল ১২ জন বিএসএফ জওয়ানের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের এখনও জহরনগরস্থিত বিএসএফ ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়ানের ব্যারাকেই রাখা হয়েছে। তবে তাঁদের চান্দ্রাইছড়া ধলাই জেলা আমবাসায় প্রাথমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় এলাকাবাসীর পথ অবরোধ প্রতিহত করতে পুলিশের তরফে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২০২ ◘ ৫ মে ২০২০ইং ◘ ২২ বৈশাখ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভাল কাজে শত বাধা

করোনা থাবা ত্রিপুরাকে আরও বেশী বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। চার মে হইতে সতের মে পর্য্যন্ত লক ডাউনের সময় সারা দেশে বাড়ানো হইয়াছে। সোমবার চার মে রাজধানী শহর আগরতলা যেন প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। দোকান পাট খুলিয়াছে, যানবাহন চলাচল করিয়াছে। সারা রাজ্যে এই পরিস্থিতি নাই। ধলাই জেলা এখন লাল জোনে পড়িয়াছে। আমবাসার জওহরনগরে আরও ১২ বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত হইয়াছে। এর আগে দুই জন করোনা আক্রান্ত পাইবার পরই প্রশাসনের টনক নড়ে। শুরু হয় ব্যাপক অনুসন্ধান। হাতে নাতে বারজন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলে। আশংকা করা হইতেছে আরও আক্রান্তের সন্ধান মিলিবে। আমবাসা সদর সহ ধলাই জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কড়াকড়ি চালু আছে। এই যখন প্রচন্ড বিপদের মধ্যে ত্রিপুরা নিরুপায় অবস্থায় তখন গোটা রাজ্যই আরও করোনার থাবা বিস্তৃত সে সম্পর্কে নিশ্চিত। কোনও ভাবেই সেখানে কোনও হেলাফেলা করাা উচিত নহে। এই যখন অবস্থা তখন প্রত্যন্ত এই রাজ্য গোট দেশকে বাঁচিবার পথ দেখাইতে পারে।

সারা ভারতে ত্রিপুরার মহত্বের দিক উন্মোচিত হইয়াছে। সারা রাজ্য জুড়িয়া লকডাউনের কল্যাণে গরীব অংশের মানুষ তো এখন দিশেহারা। খাদ্যের হাহাকার চলিতেছে সর্বত্র। বহু ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান অকাতরে দান করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও দান অব্যাহত রাখিতেছেন। এইসব দান সামগ্রী প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় কতখানি পৌঁছানো হইতেছে সে সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। রাজ্যের বহু দুর্গম এলাকায় সাহায্য পৌঁছিযাছে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তো প্রতিনিয়ত দান অব্যাহত আছে। রাজ্যে দুঃস্থদের মধ্যে ত্রাম সামগ্রী বিলি করিতে কংগ্রেস কর্মীরা রক্তাক্ত হইয়াছেন। এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে তো মারাত্মক। ত্রাণ বন্টনে যাহারা বাধা দেয় তাহাদেরকে নিশ্চয় সাধারণ মানুষ ক্ষমা করিবে না। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা পীযুষ বিশ্বাস অভিযোগ করিয়াছেন যে, রানীরবাজারে দুঃস্থ পরিবারদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়াছিল কয়েকজন কংগ্রেস নেতা তখন অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিকারীরা ত্রাণ সামগ্রী কাড়িয়া নেয়। ত্রাণ গাড়ীটিও আক্রান্ত হয়। জিনিষপত্র সব নামাইয়া নেয়। কংগ্রেস ত্রাণ সামগ্রী বিলি করিতে পারিবে না। এমন কথা তো জোর যাহার মুল্লুক তাহার এই নীতিই খাটে। ত্রিপুরার করোনা যুদ্ধ গোটা দেশকে পথ দেখাইতে পারিবে। গোটা দেশ ত্রিপুরার দিকে তাকাইয়া। ভাল কাজ যাহারাই করিবে সেখানে সকলকেই তো সমর্থন দিতে হয়। ত্রিপুরা সমস্ত জল জঙ্গল বাহির করিয়া নতুন মুক্ত ত্রিপুরা গড়িবার শপথই চলিতেছে। গণতন্ত্রে সব দলের কাছেই সমান অধিকার আছে।

ফের করোনা আক্রান্ত পুলিশ আধিকারিক

কলকাতা, ৪মে (হি স):করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প দেশ থেকে শহর। সময় যতই এগোচ্ছে ততই দাপট বাড়াচ্ছে করোনা। আর এই আতঙ্কের মাঝেই রাজ্য ফের করোনা আক্রান্ত পুলিশ আধিকারিক ই এম বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, করোনা আক্রান্ত ওই ব্যাক্তি প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ আধিকারিক। ওই পুলিশ আধিকারিকের পরীক্ষা করা হলে নমুনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আর তারপরেই ওই পুলিশ আধিকারিককে ভর্তি করা হয় ই এম বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে।ওই পুলিশ আধিকারিকের সংস্পর্শে কারা কারা এসেছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, ই এম বাইপাসের ওই বেসরকারি হাসপাতালেই করোনা আক্রান্ত হয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনে কর্মরত এক পদস্থ আমলা। ওই পুলিশ আধিকারিক ও ওই আমলার সংস্পর্শে কারা এসেছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতি এক ভয়ানক হতে পারে, হুঁশিয়ারি এসডিএফের

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : সময়মত সঠিক পদক্ষেপ না নিলে রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি এক ভয়ানক পরিণতির দিকে এগোবে বলে মন্তব্য করলেন সার্ভিস ডক্টরসফোরামের (এসডিএফ) সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এসডিএফের বক্তব্য, করোনাভাইরাস প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে সারা দেশে লকডাউন ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু, লকডাউনে তদারকির কাজ অনেকটাই দায়সারাভাবে করা হয়েছে। ফলত, করোনা-আক্রান্ত একের পর এক রোগির সন্ধান মিলছে। কখনও বিদেশ ভ্রমণ করেননি কিংবা অন্য কোনও করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসেননি অথচ নিজে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হলেন এমন রোগীও পাওয়া যাচ্ছে।

এসডিএফের বক্তব্য, একথা আজ সর্বজনবিদিত রাজ্যের কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে শুরু করে করোনা- হাসপাতাল সর্বত্র এক অভূতপূর্ব অব্যবস্থা। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার শিকার হচ্ছেন অসহায় রোগী এবং তাঁদের পরিবার। করোনা হাসপাতালের রোগিসংখ্যার আধিক্য, বিশৃঙখল অবস্থার কথা মাথায় রেখে আমরা দাবী করছি, প্রয়োজনে করোনা হাসপাতালের সংখ্যা আরও বাড়ানো হোক। করোনারোগীকে বাড়িতে ফেলে রেখে দায় সারাভাবে চিকিৎসা করলে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

এক বিবৃতিতে এসডিএফ জানিয়েছে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনা-আক্রান্ত নন এমন রোগীর চিকিৎসার বিষয়টি। এই ব্যাপারে আমরা সংগঠনগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে এসেছি। এই রকম রোগীদের চিকিৎসার বিষয়টি সরকারের আরোও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিৎ ছিল। লকডাউনের কারণে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী, ডায়ালিসিসের রোগীর চিকিৎসা দীর্ঘদিন প্রায় বন্ধ ছিল। এই রোগীদের চিকিৎসা ঠিকমত না হলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ গিয়ে পড়বে কর্তব্যরত ডাক্তারের উপর। ফলে হাসপাতালে ভাঙ্গচুর, ডাক্তার,কর্মী নিগ্রহের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই হাসপাতাল ভাঙ্গচুরের সাক্ষী থেকেছে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ।

এসডিএফের অভিযোগ, রোগ প্রতিরোধের জন্য লকডাউনে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সময়মত করা উচিৎ ছিল সেগুলি না করার ফলে মুহূর্মুহু লকডাউনের সময়সীমা বাড়াতে হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতির উপর। ব্যাপকহারে মাস টেস্টিং-এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে রেড-জোন, গ্রিন জোন ঘোষণা করতে হ'ত। আমরা দাবী করছি, এই বর্ধিত লকডাউনের সময়ে করোনা প্রতিরোধে জন-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষাগুলি আইসিএমআর এবং 'হু' -র গাইডলাইন মেনে প্রয়োগ করা হোক।

করোনা আতঙ্কে বন্ধ পিয়ারলেস হাসপাতাল

কলকাতা, ৪ মে (হি স): ইতিমধ্যেই করোনার থাবা পরেছে পিয়ারলেস হাসপাতালে। আর এবার করোনা আতঙ্কে সাময়িক বন্ধ করা হল পিয়ারলেস হাসপাতাল। মঙ্গলবার থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ পিয়ারলেস হাসপাতাল।হাসপাতাল সূত্রে খবর, করোনা সংক্রমণ এড়াতে আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে পিয়ারলেস হাসপাতাল। তবে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ, ডায়ালিসিস বিভাগ চালু থাকবে। পাশাপাশি চালু থাকছে কেমোথেরাপি বিভাগ।কিন্তু এই বিভাগগুলি বাদে বাকি সমস্ত বিভাগ বন্ধ রাখা হবে।অন্যান্য বিভাগে রোগী ভর্তি বন্ধ।বন্ধ পিয়ারলেস হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা।সমস্ত রোগীদের ছুটি হয়ে যাবার পরে হাসপাতাল সংক্রমণমুক্ত করা হবে।কত দিন বন্ধ থাকবে তার নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা দেয়া হয়নি।

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা...

নারায়ণ দাস

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে করোনা পজিটিভের সংখ্যা যত বাড়ছে, মানুষের সচেতনাতা তত নিম্নমুখী হচ্ছে, যা খুবই উদ্বেগের। মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি না ঘটলে এই মারণ ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না। কয়েকদিন আগেই সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৪ ঘন্টা ৬, তার একদিন পর ওই সময়সীমায় তা বেড়ে দাঁড়াল ১০। তারপরই একলাফে তা পৌঁছল ২২-এ, তারপর ২৩। মৃত্যু রবিবার পর্যন্ত ১৮, যা সরকারি পরিসংখ্যান। মৃত্যু আরও হয়েছে ৩৯ জনের, সরকারি মতে তা সরাসরি করোনায় নয়, করোনা অন্যতম কারণ। আর অ্যাকটিভ করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ওই দিন পর্যন্ত ৪২৩। যাঁরা রোগমুক্ত হওয়ার পর জীবনের একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে বাড়ি ফিরলেন, তাঁদের সংখ্যা আক্রান্তের তুলনায় কম হলেও, তারাতো এখন চিন্তামুক্ত হয়ে এই সুন্দর পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করতে পারবেন। সেটাই তাদের বড় প্রাপ্তি। এখন যেভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর।

শহরাঞ্চলে বাজারগুলির চেহারা দেখলে বোঝা যাবে না লকডাউন চলছে। সেই চিরাচরিত দৃশ্য ক্রেতাদের ঠাসা বাজার প্রাঙ্গণ, গায়ে গা লাগিয়ে জিনিসাদি কেনা, দূরত্ব রক্ষা করে কেউ দোকানে সামনে দাঁড়াচ্ছে না। সবার চোখেমুখে ব্যস্ততা—তাড়াতাড়ি ব্যাগ ভর্তি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিন বাড়ি ফেরার তাড়া। শুধুই একটি অপরিচিত দৃশ্য—সবার মুখেই মাস্ক। আবার মাস্কহীন যে একেবারেই কেউ নেই, তা বলা যাবে না এ ব্যাপারে কমবয়সি ছেলেমেয়েরাই বেশি অপরাধী। কিন্তু এই বাজার যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে না, তা কে বলতে পারে? আবার বাজার বন্ধ রাখলে মানুষ খাবে কী? বিক্রেতারাও তো পথে বসবে। যারা কৃষিপণ্য, শাসকসবজি উৎপাদনকারী, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে না পারলে, তাদেরও তো না খেয়ে থাকতে হবে। অথচ বাজারে এখনও যেভাবে মানুষ ভিড় করে সওদা করছে, তা দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। এই অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে একজন যদি 'ইনফেক্টেড' হয়ে থাকে, তাহলে তার থেকেই তো সংক্রমণ ছড়াবে। তাহলে উপায়? মুখ্যমন্ত্রীর কথায় পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেবে, যাতে কাউকে বের হতে না হয়। তাই -ই বা কতটা সম্ভব, তা বোঝা যাচ্ছে না। হাজার রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মেটানো পুলিশের পক্ষে কতটা সম্ভব? তা ছাড়া পুলিশের লকডাউন ভঙ্গকারীদের দিকেও নজর দিতে হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে লকডাউনই একমাত্র ওষুধ, যার প্রয়োগে এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়। এ পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ থাকার জন্যই, করোনা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের নজরদারিহীন অঞ্চলেই লকডাউন বেশি করে ভাঙা হচ্ছে। রিকশা চলছে, অটো

চলছে, টোটো চলছে— বাইক চালকেরা তো দুর্বার গতিতে, মাস্ক না নিয়েই গাড়ি চালাচ্ছে। রক্ত গরম। কোনও কিছুই তারা পরোয়া করে না। সুতরাং লকডাউন যদি সেই অর্থে লকডাউন না হয়, মানুষ বিধি ভেঙে ঘরের বাইরে বের হয়, রাস্তার ধারে চায়ের স্টলে আড্ডায় মাতে, তাহলে করোনা তো তার আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যাবে। আর সে সুযোগ আমরাই করে দিচ্ছি।

বিশের অনেক দেশ এই লকডাউন কঠোরভাবে চালু করেই কিন্তু করোনার আক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনেছে। চিন, যেখানে এই ভাইরাস প্রথমে মাথা চাড়া দিল, লেখানেই ও বহু মানুষের প্রাণহানির পর, এই লকডাউনের আশ্রয় নিয়েই করোনাকে অনেকটাই বশে আনতে পেরেছে। ব্রিটেন তো দীর্ঘস্থায়ী লকডাউনের কথা ভাবছে— ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালি, জার্মানি---সব দেশই লকডাউনের পথে হাঁটছে। কারণ এই ভাইরাসকে নিস্তেজ করে তার শক্তি খর্ব করার কোনও প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন অদ্যাবধি বের হয়নি। তার জন্য গবেষকরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা সেদিকে চাকিয়ে অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি, কবে নাগাদ সেই মহামূল্যবান, জীবনদায়ী ভ্যাকসিনের দেখা মিলবে।

সে পর্যন্ত ভারত সহ আক্রান্ত দেশের মানুষদের চরম সংকটের মধ্যে বাস করেও সরকারের তার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিধিনিষেধ মেনেই চলতে হবে। হয়তো সেই অপেক্ষার সময় অনেক মানুষের জীবন সংশয় হবে, অনেকের পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। তবুও পরবর্তী প্রজন্ম তো সুরক্ষা পাবে।

এখন আর কোনও কথা নয়, রাজনীতি নয়, সরকার কী করতে পারল,কী পারল না তার দোষ ধরা নয়। এখন আমার আপনার আমাদের সবার বেঁচে থাকার লড়াই। এই লড়াইয়ে ভেদাভেদ ভুলে, রাজনীতির পাওয়া না পাওয়ার হিসেব মনে থেকে সরিয়ে ফেলে সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের সুরক্ষার দিকে নজর দিয়ে, আর্তের অসহায় ও অভুক্তদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। তারা যাতে বাঁচে,সে রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে। ভুললে চলবে না, আমরা অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে পড়েছি—যম দুয়ারে দাঁড়িয়ে, তাকে তাড়াতে হবে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও করোনা ভাইরাস তার থাবা ভালোভাবেই বসিয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মৃত্যুও থেমে নেই। রাজ্যের কয়েক কোটি মানুষ এখন চরম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনযাপন করছেন। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যয় লকডাউনের জেরে মানুষ গৃহবন্দি। রাজ্যের কোনও কোনও অঞ্চলে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে বলে, সেখানে পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে মানুষকে বাড়ির বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। লকডাউন চলবে ৩ মে পর্যন্ত। সে পর্যন্ত অবস্থা কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছবে তা বলা যাচ্ছে না। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে পরবর্তী অবস্থা কী হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই সময় পর্যন্ত সবাইকে সরকারের আরোপিত বিধিনিষিধ মেনে চলতে হবে—এটা তাদের বক্তব্য। তাদের স্বার্থ যেমন তাদেরই দেখতে হবে, তেমনই পড়শির সাহায্যেও হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে। সেই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

বড় কঠিন সময় এখন। এই সময়ে শেষে মানুষ আবার কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে, তাদের দৈন্দিন কাজকর্ম শুরু হবে, ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হবে, আমরা একন তা জানি না। সবই অনিশ্চয়তায় ভরা। কারণ করোনার গ্রাস থেকে মুক্তি না পেলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে পাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। সুতরাম সেই সুদিনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

হাজার হাজার শ্রমিক, দিন আনা দিন খায়া মানুষের এখন কর্মহীন জীবন। রুজি-রোজগার বন্ধ। সরকারের সাহায্যে কোনও মতে তাদের দিন কাটছে। কলকারখানায় উৎপাদন বন্ধ, অফিস-আদালতে কাজ বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অচল, ছাত্রদের পড়াশোনা শিকেয়। তাদের কেরিয়ারে এখন বিরাট ধাক্কা। কবেতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনা শুরু হবে, স্বাভাবিক হবে অবস্থা, তা কেউ বলতে পারবে না। সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষাহীন প্রমোশন ঘোষণা করেছে। কাউকেও আটকানো চলবে না।—সুতরাং মেধার বিচার হবে না। সেটাও একটা বড় ক্ষতি। ওপরের ক্লাসেও অনেক বিষয়ে কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছে—। প্রযুক্তিগত শিক্ষাও থেমে, সুতরাং সব দিক থেকেই এই করোনার আক্রমণে শিক্ষা ব্যবস্থা বিরাট বিপর্যয়ের মুখে। ছাত্ররা বাড়িতে বসে বসে অলস জীবনযাপন করছে। তাদের পড়ানার যে ক্ষতি হল, তা তারা পরবর্তী পর্যায়ে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা, তাও বলা যাচ্ছে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে এত বড় বিপর্যয় আগে কখনও হয়নি।

এই ভয়াবহ রোগের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে চিকিৎসা ব্যবস্থার যতটা উন্নতি করা সম্ভব তা সরকার করছে। চিকিৎসা চলছে নির্দিষ্ট পথে। রাজ্য সরকারের সীমিত পরিকাঠোমোর মধ্যেও করোনা আক্রান্তেদের চিকিৎসা এবং আক্রমণ রোধে যা যা দরকার, তা করা হচ্ছে। কেন্দ্রে সাহায্য অপ্রতুল হলেও, যতটা সম্ভব সাহায্য এসেছে, পরীক্ষার কিট এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম কেন্দ্র পাঠাচ্ছে যদিও তা যথেষ্ট নয় বলে রাজ্য প্রশাসনের অভিযোগ। এখন যেচা সবচাইতে বেশি দরকার,তা হল সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলির যে সব চিকিৎসক, নার্স এবং চিকিওসা কর্মী তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আক্রান্তদের সরিয়ে তুলতে দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাঁর যাতে নিজেরা সুস্থ থেকে ওই কাজে ব্রতী হতে পারেন, তার জন্য আমাদের সবারই প্রার্থনা করা দরকার। এই বিপর্যকালে ভুলত্রুটি যাই হোক না কেন, তা মেনে নিতে হবে । তাঁরাও মানুষ, তাঁদেরও জীবনের মূল্য অনেক বড়। ইতিমধ্যে এই মারণ রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে , কিছু চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের আশু রোগমুক্তি আমাদের কামনা হোক। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবএঙ্গ করোনার আক্রমণ, অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। কিন্তু তা নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই---কারণ প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সে তুলায় মৃত্যু কম। কোয়ারেন্টাই এবং গৃহবন্দি আছে হাজার হাজার মানুষ। তাদের উপসর্গগুলি যাচাই করে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি নিজে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, এই ভাইরাসের থাবা বসানোর শুরু থেকেই দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যাতে এই আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। মানুষ যাতে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলেন, সরকারের নির্দেশিকা অনুসরণ করেন তার জন্য আবেদনের পর আবেদন করে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ কতটা এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সরকারের আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলছেন, তা স্বচক্ষে দেখতে শহরের বাজারে বাজারে ঘুরছেন, হাসপাতালে এসে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছেন, মন বিনিময় করেছেন, এবং তাঁদের সাহস জুগিয়েচেন। সংক্রমণ প্রতিদিন বাড়লেও তা যাতে বিপদসীমায় পৌঁছে না যায়, তার জন্য নতুন নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করছেন। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের এখন প্রধান কাজই হল, মানুষের যাতে বিধি ভেঙে রাস্তায় বার না হন, তা দেখা। ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে, সতর্ক থাকেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লাল ওষুধ

ভাস্কর লেট

কাচের দরজা। ভারী । যখন হাত দিয়ে ঠেলি, আঙুলের তন্তু কনকনিয়ে ওঠে। এত ঠান্ডা, হিমায়িত। তবে দরজাটি ঠেলার সময় দেখেছি, খুব স্মুদ। সামান্য আওয়াজও নেই। অশ্লীল শব্দের হেঁচকি নেই। ঠোকাঠুকি লাগার ব্যাঘাত-বোধ নেই। তবে প্রথমবার বেশ শক্তি লাগে। পেশি দিয়ে ঠুসতে হয়, জোরে। তখনই দরজা অনুপ্রবেশ অ্যালাউ করে।

এই দরজার মালিক কে,জানি না। কিন্তু এই যে এতদিন ধরে আমি দরজাটা দিয়ে যাতায়াত বজায় রেখেছি, কেউ আপত্তি করেনি। জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। পয়সা চায়নি পিঠে বা পেটে মারেনি। ভয় দেখায়নি। রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন করেনি। আবার, আগ বাড়িয়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে বলেওনি, এই দরজা ব্যবহার করতেই হবে।

সেইদনি সন্ধেয়, দরজার হাতল ছুঁলাম। সেই অতলান্ট ঠান্ডা তারপর ওপারে গেলাম। আকাশে লালচে আভা। মেঘ করে থাকলে যেমনটা দেখায়। কিন্তু মেঘ নেই। অন্ধকারের পাতলা র‍্যাপার চারিদিকে বিছানো। আলোও জ্বলছে। লোকজনের কথাবার্তার অস্পষ্ট দূরগামী সংকচে জনবসতির অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

দরজা ঠেলে যখনই ওপারে যাই, থিতু হতে কয়েকটা সেকেন্ড লাগে। ধাস্থ হয়ে বুঝলাম, আমি একটা কোনও স্টেশনের চলে এসেছি। ফাঁকা ফাঁকা। কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। গোছানো। খুব মনোরম। এই দেশে এরকম কত অখ্যাত স্টেশন আছে। একবার গেলে, সেই যাওয়াটা ক্যালেন্ডারের ছবি হয়ে চেতনার দেওয়ালে দোল খেতে থাকে। শুনলাম, একটা ঘণ্টা পরপর ট্রেন যায়। কিছু ট্রেন থামে। অনেক ট্রেন থামেও না। ট্রেন যাওয়ার মুহূর্তেই যা সরগরম হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর। ট্রেন আসবে বটে। কিন্তু দেরি আছে। অলস সময়ের ধারাতলে তাই বয়ে যাচ্ছে বিশুদ্ধ মায়া, অকাতরে, প্ল্যাটফর্মের এমুড়ো-ওমুড়ো হেঁটে গেলাম। চা খেলাম। সিগারেট ধরাতে চাইছিল একজন। বিক্রেতা বলল, দিচ্ছি। তবে প্ল্যাটপর্মে খাবেন না।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগল, ওভারব্রিজটা। কী নির্জন যুবতীর নাভির মতো। অনাঘ্রাতা নয়, কিন্তু আকর্ষণী ক্ষমতার অটুট। ভাবলাম, কী করব বসে থেকে থেকে। ট্রেন তো আর এখনই আসছে না। বরং ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভাঙি। ওপাসের প্ল্যাটফর্মে যাই। এখানে ট্রেন যায় একঘণ্টা অন্তর। অবান্তর ঝামেলা নেই। ভিড়ের মুখোশ নেই। শাসক ও শোষণের প্ররোচনা নেই। এই অবস্থায় যা হওয়া উচিত, তা-ই হয়েছে। সবিস্ময়ে দেখলাম, ওভারব্রিজের সিঁড়ির প্রতিটি খাঁজের দখল নিয়েছে প্রেমিকযুগলরা।

বিশ্রী এক স্বভাবের বশবর্তী আমরা। প্রেমিক- প্রেমিকাদের সম্মেলন দেখলে সেদিকে আমাদেণ দৃষ্টি যেন নিবন্ধ না করলেই নয়। যে আড়ালটুকু তারা রচনা করেছে পৃথিবীর ক্লেজ ও ক্লান্তি থেকে রেহাই পেতে, সেটুকু নিভৃতি ও একান্ত পারস্পরিকতা ছিন্নভিন্ন করে থেঁতলে না দিলেই নয়। তবে মানুষ যে সবসময় তাদের বিব্রত করার জন্যই পলক হানে, তাও কি সত্যি ? হয়তো বা ফেলে আসা সময়ের মৃত বালিখাত ঘেঁটে সে বের করে আন্ত চায় নিজের জীবনে একদা ফেলে আসা প্রেমের কঙ্কালশরীর?

কী যে হল হঠাৎ আমার। এই প্রেমময়তার শীতেষ্ণ আবহে। হয়তো এতক ভাল লাগার দাপটে দিশাহারা হয়েই বা প্ল্যাটফর্মের ওপারে আর গেলাম না। সেই ভারী ও মসৃণ কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলাম। পিছনে রইল পালকে পালক লাগার ঔষুধি আস্বাদ।

কিন্তু বেরিয়ে এ আমি কোথায় চলে এলাম? এখানেও তো প্রচুর, অগণন, সংখ্যাতীত তরুণ-তরুণীর সমাবেশ। কিন্তু তারা নীরবতার প্রার্থনা করছে না তো। আবডালে শরীরের ওম খুঁজছে না তো। বরং রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলছে। ওদের কারও মাথা ফেটেছে। কারও হাত ভেঙেছে। যৌথখামারের মাটিতে থকথক করছে রক্ত। থুতু। কান্নার ঝরনায় ভেসে যাচ্ছে তারা। তবে, কী আশ্চয়, পালিয়েও তো যাচ্ছে না। দু'-আঙুলে দুব্বোঘাস ধরার মতো করে ওরা প্রতিটি কাতর যন্ত্রণার শিষ ধারণ করে আছে। মহাভারতীয় কৃষ্ণের হাতে এমন তৃণপ্রজাতি-ই না লৌহমৃদ্‌গরে পরিণত হয়েছিল।

আমি জানি, এই কাটের দরজা আরও বহুবার ঠেলতে হবে আমাকে। সবই ভাল। এই দরজার। কেবল মধ্যবর্তী হাতলের ওই ঠান্ডা ঔদাসীন্য, উফ, কী যে বিরক্তিকর। তাই ভাবছি। এই যে এত টাটকা রক্ত পড়ে আছে ভূমিতে, শুধু তো গড়াচ্ছে না, গড়াতে গড়াতেও উত্তাল হয়ে ফুটছে যে শোনিতপ্রবাহ, এই উত্তপ্ত লালচে মহিমায় কী একবার আঙুল ডুবিয়ে নেবে? ঠান্ডা লাগার অসুখ ও বাতিল তাহলে কি আমার সেরে যাবে? **(সৌজন্যে-প্রতিদিন)**

এই যে এত টাটকা রক্ত পড়ে আছে ভূমিতে, শুধু তো গড়াচ্ছে না, গড়াতে গড়াতেও উত্তাল হয়ে ফুটছে যে শোণিতপ্রবাহ, এই উত্তপ্ত লালচে মহিমায় কী একবার আঙুল ডুবিয়ে নেবে ! ঠান্ডা লাগার অসুখ ও বাতিক তাহলে কি আমার সেরে যাবে ?

করিমগঞ্জের লোকনাথ এজেন্সির স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে নেশা সামগ্রীর অবাধ ব্যবসার অভিযোগ, সিল গুদাম

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ মে (হি.স.) : প্রথম মেয়াদের লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই করিমগঞ্জের লোকনাথ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী সঞ্জয় সাহার বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রীর অবাধ ব্যবসার অভিযোগ উঠছিল। কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে ৬০ টাকার সিগারেটের প্যাকেট হোলসেলে ১০০ টাকায় বিক্রি করছিলেন এই অসাধু ব্যাবসায়ী। বিড়ি, জরদা, গুটখা সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য নির্ধারিত এমআরপি থেকে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করার বিস্তর অভিযোগ উঠছিল ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহার বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে করিমগঞ্জে বহু অভিযোগের ভিত্তিতে এই কালোবাজারির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহার টিকির নাগাল পাননি অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিসি)।

আজ সোমবার লোকনাথ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী সঞ্জয় সাহার বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত এক মামলা সদর থানায় নথিভুক্ত করেছে। কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য দমনে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতিরঞ্জন নাথ জানান। শুধু লোকনাথ এজেন্সিই নয়, এ ধরনের অসাধু ব্যবসায় জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাথ।

উল্লেখ্য, রবিবার সঞ্জয় সাহার মদনমোহন রোডে অবস্থিত গুদাম সিল করার পর পুলিশ বেরিয়ে পড়ে অন্যান্য গুদামের খোঁজে। সদর সার্কল অফিসার রাকেশ ডেকা ও সদর থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে প্যাটেলনগরে অবস্থিত সঞ্জয় সাহার সাবান ফ্যাক্টরিতে হানা দিয়ে সেখানেও তালা ঝুলিয়ে দেন। এর পর আরেক অভিযুক্ত কালোবাজারি রূপক পোদ্দারের গোপন আস্তানায় অভিযান চালানো হয়।

এদিকে দিনকয়েক আগে অভিযুক্ত সঞ্জয় সাহা ও রূপক পোদ্দারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জেলা প্রশাসনের ব্যর্থতার বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষো চলছে গোটা শহরজুড়ে। উভয় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পাহাড়-প্রমাণ অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বুক উঁচিয়ে কালোবাজারি করার পিছনে কার মদত থাকতে পারে এ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

জেলাশাসক আনবামুথান এমপি বেআইনিভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেবকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন দোষ ছাড়ানো অভিযানকে ঘিরে রহস্যের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। জেলা প্রশাসনের অভিযানের তিনদিনের মাথায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের অভিযানের পর এ প্রশ্নই এখন উত্থাপিত হচ্ছে নানা মহলে। সেদিন এডিসি-র মতো জেলা প্রশাসনের উচ্চস্তরের আধিকারিককে আধঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখেও দাসপট্টি এলাকার দোকানের দিকে পা মাড়াননি মেসার্স রামকৃষ্ণ পোদ্দারের স্বত্বাধিকারী রূপক পোদ্দার। এত কিছুর পরও রহস্যজনকভাবে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এদিকে গতকাল সঞ্জয় সাহার আটক করা লরিতে আজ পুলিশ তাল্লাশি চালায়। লরি থেকে বিপুল পরিমাণের নেশাসামগ্রী উদ্ধার করে করিমগঞ্জ পুলিশ। আটক হওয়া লরি চালকের বয়ানের উপর ভিত্তি করে পুলিশ লোকনাথ এজেন্সির স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে এক মামলা নথিভুক্ত করেছে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। বেআইনিভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করার অপরাধে সঞ্জয় সাহার খোঁজে শহরের বিভিন্ন স্থানে তীব্র অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। অসাধু ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহা খুব শীঘ্রই পুলিশের পাতা জালে ধরা পড়বে বলে দাবি করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতি রঞ্জন নাথ।

সোমবার আগরতলায় ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত্য শিক্ষকরা শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

শূকরকে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র হামলা থেকে রক্ষা করতে রেপিড অ্যাকশন টিম গঠিত ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ৪ মে (হি.স.) : অসমে শূকরের শরীরে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় ডিমা হাসাও জেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু রুখতে রেপিড অ্যাকশন টিম গঠন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২,৫০০ শূকরের মৃত্যু ঘটেছে। যার দরুন এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু রোধে নড়েচড়ে বসেছে। পার্বত্য পরিষদের সচিব টি টি দাওলাগাপু ডিমা হাসাও জেলায় যাতে শূকরের মধ্যে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু হামলা করতে না পারে সেজন্য এর প্রতিরোধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। জেলা পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের কার্যালয়ে বিভাগীয় অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. যাদব গগৈ এবং অনান্য পশু চিকিৎসক ও কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করে ডা. অমিত ফংলোর নেতৃত্বে রেপিড অ্যাকশন টিম গঠন করে দিয়েছেন পরিষদ আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু রোধে নড়েচড়ে বসেছে। পার্বত্য পরিষদের সচিব টি টি দাওলাগাপু। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলার পাঁচটি ব্লকে শূকরের দেহ থেকে রেনডম স্যাম্পুল সংগ্রহ করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

তবে এখন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় শূকরের মধ্যে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র প্রাদর্ভাব দেখা দেয়নি বলে পশু পালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে শূকর পালকদের মধ্যে সচেতনতা গড়তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগকে নির্দেশ দেন টি টি দাওলাগাপু। এছাড়া আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে ডিমা হাসাও জেলার বাইরে থেকে শূকর আমদানি করা বা কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশে করোনা শনাক্ত ১০ হাজার ছাড়ালো, মৃত্যু বেড়ে ১৮২

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৪।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন ৬৮৮ জন। এটি এ পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনায় মোট শনাক্ত হলেন ১০ হাজার ১৪৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ জনের। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৮২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৭ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে এ পর্যন্ত সারা দেশে মোট সুস্থ হয়েছেন ১২শ" ৯ জন।

সোমবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটে দেশের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনলাইনে প্রচারিত হয়। বুলেটিনে ভিডিও কনফারেন্সে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারী ৫ জনের সবাই পুরুষ। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩ জন, ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে একজন এবং ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে একজন। ৫ জনের মধ্যে ৩ জন ঢাকার, একজন সিলেটের এবং একজন ময়মনসিংহের। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় যে ১৪৭ জন সুস্থ হয়েছেন এরমধ্যে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল থেকে ১৩ জন, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে ১১ জন, ঢাকা মহানগর হাসপাতাল থেকে ৭ জন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতাল থেকে ১৩ জন, লালকুঠি হাসপাতাল থেকে ৪ জন, মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ১৪ জন; ঢাকা বিভাগে ১১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৭ জন, রংপুর বিভাগে ৪ জন এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়েছেন ১৪ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ ছিল ৬ হাজার ৩১৫টি, আর পরীক্ষা করা হয়েছে ৬ হাজার ২৬০টি। এই নমুনা সংগ্রহ আগের দিনের চেয়ে ২১ দশমিক ১১ শতাংশ বেশি এবং নমুনা পরীক্ষা গতকালের চেয়ে ১৬ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। এখন পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ৮৭ হাজার ৬৯৪টি। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৯০ জনকে, এখন পর্যন্ত মোট আইসোলেশনে আছেন এক হাজার ৬৩৬ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৯১ জন, এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন এক হাজার ১৭৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৭৪২ জনকে। এখন পর্যন্ত এক লাখ ৯৫ হাজার ৩৩৪ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন ২৮ হাজার ৫৪৮ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন এক লাখ ৫৩ হাজার ৪০১ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৪১ হাজার ৯৩৩ জন। তিনি জানান, ৩ মে'র রিপোর্ট অনুযায়ী শনাক্তদের মধ্যে ৬৮ ভাগ পুরুষ এবং ৩২ ভাগ নারী। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৭৩ ভাগ পুরুষ এবং ২৭ ভাগ নারী। বয়স অনুযায়ী বিভাজন করলে ৪২ শতাংশ মৃত্যু ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে, ৫১ থেকে ৬০ বছর বয়সের ২৭ শতাংশ, ৪১ থেকে ৫০ বছরের ১৯ শতাংশ, ৩১ থেকে ৪০ বছরের ৭ শতাংশ, ২১ থেকে ৩০ বছরের ৩ শতাংশ এবং ১০ বছরের নিচে ২ শতাংশ। নাসিমা সুলতানা বলেন, "ঢাকা শহর এবং ঢাকা বিভাগেই সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে এখন পর্যন্ত। এরপর চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ। ঢাকা শহরের পর সর্বাধিক পাওয়া গেছে ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জে, চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা, সিলেটের হবিগঞ্জ, রংপুর বিভাগের রংপুর জেলা, খুলনা বিভাগের যশোর জেলা, ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলা, বরিশাল জেলা ও রাজশাহীর জয়পুরহাট জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন।

সঠিক সময় যোগ্য জবাব, পাকিস্তানকে হুশিয়ারি সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি. স.): সঠিক সময় যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। কুপওয়ারা হান্ডাওয়ারা কাণ্ডের পর এই ভাষাতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারভানে। সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, ওই পাঁচ শহীদের জন্য ভারত গর্বিত। তারা সাধারণ নাগরিকদের বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন আত্ম বলিদান দিয়েছেন। কর্নেল আশুতোষ শর্মা এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি কোনও স্থানীয় বাসিন্দার ক্ষতি হতে দেননি। সেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের প্রতি সমবেদনা জানাই। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যক্তি করছি। পাকিস্তানের মদত নিয়ে জঙ্গিরা কাশ্মীরের নিরীহ বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।পাকিস্তান নিজের অভ্যাস না পাল্টালে ভারত যোগ্য জবাব দিয়ে যাবে। করোনার বিরুদ্ধে লড়তে চায় না পাকিস্তান। তাই ক্রমাগত অনুপ্রবেশের চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার ভুট্টা খেতে বুনো হাতির হানা

শামুকতলা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের তুরতুলি বেলতলা এবং বিশ্বাসপাড়ায় ভুট্টার খেতে হানা দেয় একটি দাঁতাল। সোমবার সকালে উত্তর রায়ডাক বন বিভাগের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হানা দিল বুনো দাঁতালটি।

লোকালয়ের চাষের জমিতে কচি সুস্বাদু ভুট্টা খেয়ে শান্ত হয়ে যায় হাতিটি। এদিন কোনও ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেনি। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তেমন কিছু হয়নি বলেই জানাচ্ছেন বাসিন্দারা। এরপর বাজি-পটকা ফাটিয়ে, মুখে রে রে শব্দ তুলে একসঙ্গে তেড়ে গিয়ে হাতিটিকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন স্থানীয়রা। এব্যাপারে নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অমিতেশ শতপতি বলেন, অবশেষে শুন্যে দু রাউন্ড গুলি ছুড়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সমর্থ হন বন বিভাগের কর্মীরা।

আম্বালায় ২০ জনের শরীরে মিলল করোনা

চন্ডিগড়, ৪ মে (হি. স.): করোনা রোধে গোটা দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো হরিয়ানায় চলছে লকডাউন। কিন্তু করোনা তার মারণ খেলা খেলে চলেছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজে নিজের জেলা আম্বালায় ২০ শ্রমিকের শরীরে করোনার সংক্রমন মিলেছে। এর ফলে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৫।

সোমবার ওই সকল শ্রমিকদের শরীরে করোনার সংক্রমন মেলায় রক্ত চাপ বেড়ে যায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের। সতর্ক করে দেওয়া হয় পুলিশদের। উল্লেখ করা যেতে পারে আম্বালার একটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের জন্য আবাসন তৈরি করছিল ওই সকল শ্রমিকরা। সম্প্রতি তাদের লালারস সংগ্রহ করা হয়।এদের মধ্যে ২০ জনের শরীরে করোনা মেলে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।যে জায়গায় চিকিৎসকদের আবাসন তৈরি করা হচ্ছিল তা সিল করে দেওয়া হয়েছে। ওই ২০ জন শ্রমিকের সংস্পর্শে কারা এসেছে তাদের খোঁজ চলছে।

মালবাজারে চিতাবাঘের আক্রমণে জখম দুই

মালবাজার, ৪ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নেওড়ার মাছুয়া ধুরা এলাকায় একটি প্রজেক্ট চা-বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হলেন দুজন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। বন বিভাগের মালবাজার স্কোয়াডের আধিকারিক এবং বনকর্মীরা এলাকায় গিয়ে নজরদারি রেখেছেন।

জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি প্রজেক্ট চা-বাগানে সার ছেটানোর কাজ চলছিল। সেসময় চিতাবাঘ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত দুজন বাসন্তী রায় (৩৫) এবং অনুজ মাহাতো (১৪) আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। এরপর বাগানের ঝোঁপে পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি। আহতদের উদ্ধার করে মালবাজারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দেড় হাজার কুইন্টাল বিনামূল্যের চাল পাথারকান্দিতে, গরিবদের মাথাপিছু বিলি পাঁচ কেজি করে

পাথারকান্দি (অসম), ৪ মে (হি.স.) : সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী দু-একদিনের মধ্যে রেশন কার্ড নেই এমন প্রত্যেক গরিব নাগরিককে মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে বিনামূল্যে চাল দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে। সেই সুবাদে আজ (সোমবার) পাথারকান্দি সার্কলের লোয়াইরপোয়া এবং পাথারকান্দি ব্লকের অধীন মোট আটটি সমবায় সমিতির জন্য মোট দেড় হাজার কুইন্টাল চাল পৌঁছেছে।

জানা গেছে, আজ প্রথম দফায় পাথারকান্দি সার্কল প্রশাসনের তরফ থেকে লঙ্গাই সমবায় সমিতির জন্য ৩৭৫ কুইন্টাল এবং লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির জন্য ১২৫ কুইন্টাল চাল বন্টন করা হয়েছে। বাকি ধলছড়া সমবায় সমিতি, পাথারকান্দি, কানাইবাজার, চাঁদখিরা, সেপেনজুরি ও কলকলিঘাট সমবায় সমিতির চালগুলো ধাপে ধাপে বণ্টন করা হবে, জানা গেছে সার্কল প্রশাসন সূত্রে।

সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে সরকারি চালগুলো আজ গ্রহণ করে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক ডিলারদের বিনামূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে এই চাল বণ্টন প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও ধরনের কারচুপি না হয় সে জন্য স্থানীয় বিধায়ক প্রতি দুদিন অন্তর অন্তর সমবায় সমিতির সচিব সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও সার্কল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করে চলছেন। তিনি জানান, বর্তমানে আমরা বড়ই কঠিন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। এই সংকটকালে কেউ যদি গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তা হলে তাদেরকে কড়া হাতে দমন করতে প্রশাসন প্রস্তুত।

দুর্ঘটনার কবলে মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের গাড়ি

চালসা, ৪ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসা-নাগরাকাটা গামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের গাড়ি। ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছেন এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, এদিন পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নাগরাকাটায় যাচ্ছিলেন এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী। চালসার গোলাই এলাকায় হঠাৎই তাঁর গাড়ির সামনে একটি কুকুর চলে আসে। কুকুরটিকে বাঁচাতে এসডিপিওর গাড়িটি ব্রেক কষে। থেমে যায় গাড়িটি। সেই সময় পেছনে থাকা পুলিশ ভ্যানটি এসডিপিওর গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে। ঘটনায় সামান্য আহত হন এসডিপিও। তাঁর গাড়ি ও পুলিশ ভ্যানটির কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেটেলি থানার ওসি প্রবীর দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ে নিহত অসমের যুবক

হোজাই (অসম), ৪ মে (হি.স.) : কোভিড-১ নোভেল করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অসমের জনৈক যুবক। মৃত যুবক মধ্য অসমের হোজাই কপাহবাড়ি করইউনির মহম্মদ বদর উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার সেইন্ট জর্জ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সোমবার প্রয়াতের পরিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনদিন আগে পেটের অসুখে আক্রান্ত হলে বদর উদ্দিনকে গতকাল সকালে সেইন্ট জর্জ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচারও হয়। অস্ত্রোপচারের করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে সূত্রটি দাবি করেছে। কিন্তু পেটের অসুখে আক্রান্ত হলেও তিনি কোভিড-১৯ সংক্রমিত ছিলেন বলে গতকালই নাকি ডাক্তাররা জানিয়েছেন, বলেছে বদর উদ্দিনের পারিবারিক সূত্র।

রক্ত নিয়ে সচেতনতা বাড়িতে তোলার আবেদন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ৪ মে (হি. স.) : রক্তদান জীবন বাঁচায়। যাঁদের রক্তের প্রয়োজন আছে, তাঁরা যাতে সময়মত সুলভে উৎকৃষ্ট রক্ত পান তা সুনিশ্চিত করতে রক্তদানে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড:হর্ষ বর্ধন।

একে অপরের পাশে দাঁড়াবার পরামর্শ দিয়েছেন। দিল্লীতে রেড ক্রস সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত এক রক্তদান শিবিরে এদিন তিনি এ কথা বলেন। সূত্রের খবর, ড: হর্ষ বর্ধন বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি একাধিকবার থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কাছে টুইটার বা অন্যান্য সোশাল মিডিয়ায় অনেক আবেদন ও অভিযোগ আসে সেই সব রোগীর কাছ থেকে, যাঁদের নিয়মিতভাবে রক্ত নিয়ে সুস্থ থাকতে হয়। তাই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে টাটকা রক্তের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো,আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যর মধ্যে পড়ে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, অসরকারী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান, এর দরুন দেশের প্রয়োজনে রক্তের মজুতের পরিমান সঠিক মাত্রায় বজায় থাকবে বলে তিনি জানান।

সূত্রের খবর, মন্ত্রী বলেন, মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে মানুষের দূর্ভোগে অনেক কম করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ড: হর্ষ বর্ধন, রেড ক্রস সোসাইটিকে রক্তের মজুত বাড়াবার আহ্বান জানান। এর জন্য অনেক বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার পরামর্শ দেন তিনি। নিয়মিত যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে থাকেন,প্রয়োজনে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করার কথাও বলেন তিনি। এই সঙ্কটকালে স্বেচ্ছা রক্তদান কারীদের বাড়িতে রক্ত সংগ্রহের গাড়ি পাঠাবার পরামর্শ দেন। ড:বর্ধন জানান,তিনি রাজ্য গুলির স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সংগঠিত করতে চিঠি লিখেছেন।

রক্ত নিয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার আবেদন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ৪ মে (হি. স.) : রক্তদান জীবন বাঁচায়। যাঁদের রক্তের প্রয়োজন আছে, তাঁরা যাতে সময়মত সুলভে উৎকৃষ্ট রক্ত পান তা সুনিশ্চিত করতে রক্তদানে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড:হর্ষ বর্ধন।

একে অপরের পাশে দাঁড়াবার পরামর্শ দিয়েছেন। দিল্লীতে রেড ক্রস সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত এক রক্তদান শিবিরে এদিন তিনি এ কথা বলেন। সূত্রের খবর, ড: হর্ষ বর্ধন বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি একাধিকবার থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কাছে টুইটার বা অন্যান্য সোশাল মিডিয়ায় অনেক আবেদন ও অভিযোগ আসে সেই সব রোগীর কাছ থেকে, যাঁদের নিয়মিতভাবে রক্ত নিয়ে সুস্থ থাকতে হয়। তাই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে টাটকা রক্তের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো, আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যর মধ্যে পড়ে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, অসরকারী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান, এর দরুন দেশের প্রয়োজনে রক্তের মজুতের পরিমান সঠিক মাত্রায় বজায় থাকবে বলে তিনি জানান।

সূত্রের খবর, মন্ত্রী বলেন, মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে মানুষের দূর্ভোগে অনেক কম করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ড: হর্ষ বর্ধন, রেড ক্রস সোসাইটিকে রক্তের মজুত বাড়াবার আহ্বান জানান। এর জন্য অনেক বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার পরামর্শ দেন তিনি। নিয়মিত যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে থাকেন,প্রয়োজনে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করার কথাও বলেন তিনি। এই সঙ্কটকালে স্বেচ্ছা রক্তদান কারীদের বাড়িতে রক্ত সংগ্রহের গাড়ি পাঠাবার পরামর্শ দেন। ড:বর্ধন জানান,তিনি রাজ্য গুলির স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সংগঠিত করতে চিঠি লিখেছেন।

করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে এম আর বাঙ্গুর থেকে মুক্ত আরও ৬৮

কলকাতা, ৪ মে (হি স):করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর।তবে, আতঙ্কের মাঝেও স্বস্তির খবর। করনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ির পথে আরও ৬৮ জন। করোনা জয়ীদের ফুল মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা এম আর বাঙ্গুর হাসপাতলে। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে সে আতঙ্কের মাঝে অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন।তাদের মধ্যেই আরও ৬৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে করোনাকে হারিয়ে বাড়ির পথে।তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে ২১ বছরের ব্যক্তি থেকে শুরু করে ৬৮ বছরের পৌঢ়ও । এদিন করোনা জয়ীদের হাততালি দিয়ে, ফুল-মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা দেয় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে কর্তৃপক্ষরা।

উল্লেখ্য,মুখ্যসচিব সোমবার জানান এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মোট ১২৫৯। এই মুহূর্তে করোনায় চিকিৎসাধীন ৯০৮। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত ২১৮। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৬১।

হান্ডওয়ারায় ফের জঙ্গি হামলায় নিহত তিন জওয়ান, খতম এক জঙ্গি

শ্রীনগর, ৪ মে (হি.স.) : হান্ডওয়ারায় ফের জঙ্গি হামলা। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর, অন্তত তিন জওয়ান নিহত হয়েছেন। আহত সাত জন। সোমবার সন্ধ্যায় টহলরত সিআরপিএফের বাহিনীর ওপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। নতুন করে শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। সংঘর্ষে খতম হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদীও।

জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্ডওয়ারায় সোমবার ফের ঘটে গেল আচমকা আক্রমণ। এদিন সন্ধ্যার টহলের সময় সিআরপিএফ বাহিনীর উপরে আক্রমণ শানায় সন্ত্রাসবাদীরা। ঘটনায় তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর জখম হয়েছেন আরও সাত জওয়ান। সংঘর্ষে খতম হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদীও।

এদিকে, জানা গেছে বদগামেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপরে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। একটি পাওয়ার স্টেশনে পাহারারত সিআরপিএফ জওয়ানকে আক্রমণ করা হলে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে হান্দওয়ারার এক বাড়ির দখল নিয়ে বাসিন্দাদের পণবন্দি করে সন্ত্রাসবাদীরা। তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে সংঘর্ষে প্রাণ হারান ভারতীয় সেনার এক কর্নেল-সহ পাঁচ নিরাপত্তাকর্মী। গুলির লড়াইয়ে খতম হয় বাড়িতে আত্মগোপনকারী দুই লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী। সেই ঘটনার মধ্যেই ফের হামলার ঘটনা ঘটল হান্ডওয়ারায়।

কলকাতায় কন্টেনমেন্ট জোন বেড়ে ৩১৮

কলকাতা, ৪ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। এই মুহূর্তে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। তবে , এরই মাঝে রাজ্যে বাড়ল কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা। কলকাতায় ২৬৪ থেকে কন্টেনমেন্ট জোন বেড়ে ৩১৮। নবান্ন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে রাজ্যে কন্টেনমেন্ট জোন বেড়ে ৫১৬।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ঋষি কাপুরের সঙ্গে শেষ আড্ডায়...

বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ঋষি কাপুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে একাধিকবার। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর। তখন কি আর জানতাম, এটাই আমাদের শেষ আড্ডা! তাঁর অভিনীত শেষ ছবি 'দ্য বডি' মুক্তির আগে ছিল এক দীর্ঘ আলাপচারিতা। ১১ মাস ১১ দিন ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবে জীবনের মূল স্রোতে ফিরেছিলেন তিনি। সেদিনও সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে দুরুদুরু বুকে হাজির হয়েছিলাম এই বলিউড অভিনেতার সামনে। কারণ, মনের মতো প্রশ্ন না হলে রীতমতো রেগে যান তিনি। আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন একদমই পছন্দ করেন না। সাক্ষাৎকারের শর্তই ছিল ক্যানসার আর আলিয়া-রণবীর নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়। স্ত্রী নিতু সিং কাপুরের সঙ্গে 'বেলাশেষ' ছবির রিমেকে অভিনয় করার কথা ছিল। 'বেলাশেষ'-এর শেষটা আর হলো না।অগ্রহায়ণের দুপুরের এই আড্ডায় গোলাপি রঙের টি—শার্টে সেদিন ঋষি ছিলেন আপাদমস্তক রোমান্টিক এক মানুষ। তাই দেখা হতে রোমান্টিক হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন, 'যদিও আমার বয়স ৬৭, কিন্তু আমার হৃদয় আজও তরুণ। আর রোমান্সের কোনো বয়স হয় না। মনেপ্রাণে আমি আজও রোমান্টিক।' সেদিনের প্রশ্নোত্তর নিয়েই আজ বিদায়ের দিনে তাঁকে স্মরণ করছি।

অভিনয়ের আঙিনায় ৫০ বছর পার হতে চলেছে। কেমন ছিল এই অভিনয়—সফর?

আমি আমার কাজকে সব সময় উপভোগ করেছি। আমি খুবই আবেগপ্রবণ অভিনেতা। আমি মাথা দিয়ে অভিনয় করি না, করিনি। সব সময় মন দিয়ে অভিনয়কে ভালোবেসে কাজটা করেছি।'মেরা নাম জোকার' ছবিটি ধরলে আগামী বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ৫০ বছর হবে। তবে অভিনয়ের সফরটা এখনই শুরু হয়েছে বলা যায়। ২৫ বছর ধরে নায়ক হয়ে শুধু নেচে গেছি। বলিউডে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে নিজেকে প্রতিটা ছবিতে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করছি। বলিউডে আপনার ইমেজ ছিল 'চকলেট বয়ে'র। কিন্তু এখন আপনি সেই ইমেজ ভেঙে চুরমার করেছেন। ৯০ বছরের বৃদ্ধ থেকে দাউদনানান চরিত্রে দেখা যায় আপনাকে। এই দ্বিতীয় ইনিংস নিয়ে কিছু বলুন

আমি আমার এই রোমান্টিক ইমেজ আগেই ভাঙতে চেয়েছিলাম। ২৫ বছর আগে আমি যা যা করতে চেয়েছিলাম, এখন তা করার সুযোগ পাচ্ছি। আগে আমাকে কেউ অন্য ধারার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিত না। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেছি। আগে ছবির গল্প বলতে ছিল, প্রেম-ভালোবাসা, প্রচুর মারপিট বা প্রথম অর্ধেকে ভাই—বোন হারিয়ে যাবে, আবার শেষভাগে সবাই সবাইকে ফিরে পাবে। সেসব বস্তাপচা গল্প থেকে এখন হিন্দি সিনেমা বেরিয়ে এসেছে। মাল্টিপ্লেক্স আসার পর ছবির মান উন্নত হয়েছে। অন্য ধারার ছবি হচ্ছে। সিনেমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলেছে। নায়ক-নায়িকা ছাড়াই এখন গল্পপ্রধান হিন্দি সিনেমা হচ্ছে। চরিত্রাভিনেতাদের কাঁধে ভর করে এখন সিনেমা হিট হচ্ছে। এ ধারণার বদল এনেছেন অমিতাভ বচ্চন। উনিই প্রথমে দেখিয়েছেন চরিত্রাভিনেতারাও ছবির নায়ক-নায়িকা হতে পারে। তবে আমার দ্বিতীয় ইনিংস পুরো বৈচিত্র্যে ভরা। সব প্রথা ভেঙে নানান চরিত্রে অভিনয় করছি। আমি প্রমাণ করেছি আমিও ভালো অভিনেতা। আর আমার এখনকার অভিনীত প্রায় সব চরিত্রই প্রশংসিত হয়েছে। প্রচুর পুরস্কারও পাচ্ছি।

৫০ বছরের দীর্ঘ এই সফরে কোনো আক্ষেপ আছে কি?

না, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। রণবীরকে (ছেলে, বলিউড তারকা রণবীর কাপুর) আমি সব সময় বলি যে

সফলতা যেন মাথায় চড়ে না বসে। আর ব্যর্থতা যেন হৃদয় চুরমার করে না দেয়। কোনো অভিনেতাই জীবনে ১০০ শতাংশ সফল হন না।

নিজের অভিনীত ছবি দেখেন?

উঁহু, নিজের ছবি দেখতে পছন্দ করি না। এমনকি রণবীরের অধিকাংশ ছবি আমার দেখা হয়নি। রণবীরের কোনো ছবি দেখলে মনে হয় ও এটা ঠিক করেনি। এভাবে করা উচিত ছিল। নিতু আমার আর রণবীরের সব ছবি দেখে। আর ছবি দেখার পর নিতু ওর মতামত জানায়। নিতুর মতো আমার মা আমার অভিনীত সব ছবি দেখতেন। আর উনি আমার অভিনয়ের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন। তবে আমি অন্য অভিনেতাদের ছবি দেখি।

বায়োপিকে অভিনয় করতে চান?

বায়োপিকের জন্য আমি নিজেকে সবচেয়ে ভুল আর দুর্বল অভিনেতা বলে মনে করি। আমি কাউকে নকল করতে পারি না। আমি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনেতা। আমি হৃদয় দিয়ে অভিনয় করি। তাই আমাকেও কেউ সহজে নকল করতে পারবে না।

প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করেন?

আমার কোনো প্রতিযোগী আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আমার কাজ খুব ভালোভাবে করছি। আমি জানি না এটা ঠিক না বেঠিক। তবে আমি নিজেকে সেরা মনে করি। আর যারা প্রতিযোগিতার কথা ভাবে, তারা খুবই নীচ মানসিকতার লোক বলে আমার মনে হয়।

নিতু সিংয়ের সঙ্গে কবে আবার আপনাকে পর্দায় দেখা যাবে?

কে আর বুড়ো-বুড়ির রোমান্স দেখতে চায় (সশব্দে হেসে)। আমি আর নিতু ১৬টি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। এর মধ্যে ১৩টি ছবিতে আমরা নায়ক-নায়িকা ছিলাম। সবাই চায় যে আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করি। একটা ছবি করার কথা আছে। এই ছবিতে ৪০ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আমরা একে অপরের থেকে আলাদা হতে চলেছি। এই নিয়ে ছবিটা শুরু। এটা মূলত একটা বাংলা ছবি (বেলাশেষে)। ছবির বিষয়বস্তুটা দারুণ। ছবিটাও খুব হিট করেছিল।

কখনো কি চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম আপনাকে আকর্ষণ করেছে?

কেন করবে বলুন তো? এত বছর ধরে কাপুর পরিবারের অন্য কাউকে করেনি, আমায় কেন করবে। সিনেমা ছাড়া কাপুর পরিবার কিছু ভাবতে পারে না। আজ হিন্দি চলচ্চিত্রের বয়স ১১০ বছর। তার মধ্যে কাপুর পরিবারই ৯০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। ১৯২৭ সালে আমার দাদাজি পৃথ্বীরাজ কাপুর কাজ করা শুরু করেন। আমাদের পরিবারের চার প্রজন্ম এই মাধ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, রণধীর কাপুর, তারপর আমার ছেলে রণবীর কাপুর এই ফিল্মি দুনিয়ায় এসেছে। এই নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড আছে।

এই প্রজন্মের অভিনেতাদের কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রাজকুমার রাও, ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা, রণবীর কাপুর, রণবীর সিংএদের আমি অভিনেতা হিসেবে সম্মান করি। আমার যৌবনে আমি কখনোই ওদের মতো কাজের সুযোগ পাইনি। ১৯৭৩ সালে দর্শক কখনোই 'বালা' বা 'ভিকি ডোনার'-এর মতো ছবি গ্রহণ করতে পারত না। এখন দর্শক অনেক বেশি শিক্ষিত। তাদের রুচি বদলেছে। এখন সবাই ছবির কনটেন্টকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমাদের সময় কোনো নায়ক আয়ুষ্মানের মতো টাকলা হয়ে 'বালা'-র মতো কোনো ছবি করার সাহস পেত না।

সেন্সর বোর্ড কাঁচি চালিয়ে এখনকার সিনেমাগুলো তছনছ করে। এই ব্যাপারে আপনার কী মত?

এখন তো তেমন কিছুই কাটা হয় না। আমার বাবা ২২ বছর বয়সে 'বরসাত' বলে এক সিনেমা করেন। নার্গিস ছিলেন ছবির নায়িকা। এই সিনেমাটাকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বাবা যখন কারণ জানতে চান, তখন বলা হয়, ছবিতে নার্গিসজি একবারও ওড়না পরেননি। যিনি 'এ' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তিনি এখনকার সিনেমা দেখলে তো হার্টফেল করেই মারা যাবেন। (সশব্দে হেসে)

আপনি তো তারকা পুত্র। ক্যারিয়ার শুরুর সময় দাদু, বাবার তারকাখ্যাতি আপনার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলেনি?

এ প্রশ্নটা স্বজনপ্রীতি নিয়ে, তাই তো? কঙ্গনা বলে কেউ একজন আছেন, যিনি 'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। করণসহ অনেকেই এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় তারকাপুত্র তো রাজ কাপুর নিজেই। রাজ কাপুর শুধু পৃথ্বীরাজ কাপুরের সন্তান ছিলেন বলেই কি সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছেন? আমি রাজ কাপুরের সন্তান বলেই কি ৪৫ বছর ধরে বলিউডে কাজ করে চলেছি? রণবীর আমার ছেলে বলেই কি আজ সে বলিউডের সুপারস্টার? আমাদের কারও কোনো যোগ্যতা না থাকলে কি আজ আমরা এত বছর ধরে এখানে কাজ করতে পারতাম! কারিনা, করিশমারও কি নিজেদের কোনো কৃতিত্ব নেই?

ইরফানকে নিয়ে স্ত্রী-সন্তানের আবেগঘন স্ট্যাটাস

রফান চলে গেছেন গত ২৯ এপ্রিল। এখনো শোকের ছায়ায় মোড়ানো ইরফানের পরিবার। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনে ইরফান খানের স্ত্রী সুতপা শিকদার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখলেন এক আবেগঘন স্ট্যাটাস। এক লাইনের একটি স্ট্যাটাস কিন্তু এটিই যেন বলে দিল ইরফান-সুতপার ভালোবাসার খবর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের একটি ছবি দিয়ে সুতপা স্ট্যাটাসে লিখলেন, 'আমি কিচ্ছু হারাইনি, বরং আমি সবকিছু পেয়েছি।'

দীর্ঘ দুটি বছর ধরে ইরফান খান এই মারাত্মক রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন। আর যোগ্য বন্ধুর মতো পাশে থেকে ইরফান খানকে আগলে রেখেছেন সুতপা। রোগের ভয়াল থাবা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ইরফানকে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। চলে গেলেন ইরফান। কিন্তু যে স্মৃতি, যে ভালোবাসা রেখে গেছেন, তাই এখন সম্বল সুতপার।

হয়তো অনেক কিছুই বিশ্ব চলচ্চিত্রকে দেওয়ার ছিল ইরফান খানের, কিন্তু তা আর হলো না। অনেকগুলো ছবির কাজই বাকি থেকে গেল, আর ওপারে পাড়ি দিলেন ইরফান। সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে, ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই থামিয়ে গত বুধবার চলে গেলেন এই বলিউড অভিনেতা। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করলেন ইরফান খানের স্ত্রী সুতপা। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার বদলালেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে একটি মিষ্টি মুহূর্তের ছবি উঠে এল সেখানে। সত্যিই সুতপা ছিলেন ইরফানের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এ কথা ইরফান স্বীকারও করেছেন নানা সময়। তার বেঁচে থাকার একটা দারুণ প্রাণশক্তিও ছিলেন সুতপা। ইরফান ভারতীয় গণমাধ্যমকে একবার বলেছিলেন, 'সুতপাকে নিয়ে কী আর বলব? ২৪ ঘণ্টা সে আমার পাশে, আমার সঙ্গে থাকে। আমি যদি বাঁচার আরও একটা সুযোগ পাই, তাহলে সেই জীবনের একমাত্র কারণ সুতপা।'

মায়ের মতো শোকগ্রস্ত দুই ছেলে বাবিল ও অয়ন। তবুও ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুহৃদদের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমার বন্ধুরা দুর্দিনে যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি তাতে ধন্য। আশা করি আপনারা সকলেই বুঝতে পারছেন যে এই মুহূর্তে আমার শব্দভান্ডার শূন্য। আমি সবার কাছে ফিরে আসব। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। অনেক ধন্যবাদ। অনেক ভালোবাসা সবাইকে।'

২০১৮ সালে বিরল ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পরও হার মানেননি ইরফান খান। বরং আরও বেশি করে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু ভয়াল এই রোগের সঙ্গে হেরে অবশেষে চলে গেলেন এই বলিউড অভিনেতা। বুধবার সকালে তিনি মুম্বাইয়ের ধীরুভাই অম্বানি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।২৮ এপ্রিল হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে এবং একসময় সব চিকিৎসার ঊর্ধে চলে যান ইরফান। তাঁকে আর ফেরানো যায়নি। হাসপাতালে তাঁর পাশেই ছিলেন স্ত্রী সুতপা শিকদার এবং তাঁদের দুই ছেলে।

সালমানের বাড়িতে কাটছে জ্যাকুলিনের কোয়ারেন্টিন

বেশ কিছুদিন হলো সালমান খান হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন পানভেলের ফার্ম হাউসে। সেখানে আরও আছেন সালমানের বোন অর্পিতা খান, বোনজামাই আয়ুশ শর্মা, ভাগনে আহিল শর্মা ও আয়াত শর্মা, প্রেমিকা ইউলিয়া ভানতুর, ভাই সোহেল খান, সোহেল খানের ছেলে নির্ভান খান, মডেল বান্ধবী ওয়ালুচসা ডি সুজা ও কর্মকর্তা—কর্মচারীরা। সব মিলিয়ে মোট ২২ জন আছেন সালমান খানের ফার্ম হাউসে। না, আরও একজনের নাম বাদ পড়ল। তিনি বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। সালমান খানের সঙ্গে তিনি এই কোয়ারেন্টিনের সময়ে থাকছেন পানভেলের ফার্ম হাউসেই।

জাকুলিন নাকি তাঁর 'গেন্দা ফুল' গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে সালমানের সঙ্গে আলাপ করতে পানভেলে গিয়েছিলেন। এরপর লকডাউনে আটকা পড়েছেন! সম্প্রতি সালমান খান তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জ্যাকুলিন সালমানের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন আরেক ক্যামেরায়। সালমান খান ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'জ্যাকি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে।' সালমানের এই ছবির নিচে লাইক জড়ো হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ।

জ্যাকুলিনও কম যান না, তিনিও পোস্ট করেছেন তাঁর তোলা সালমান খানের ছবি। জ্যাকুলিনের পোস্ট করা সালমানের ছবিতে লাইক পড়েছে ২০ লাখ। শুধু তা—ই নয়, সালমানের ফার্ম হাউসে সালমানের পালিত ঘোড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেলফি তুলে তা ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। নিয়ম মেনে ব্যায়ামও করছেন। আবার নেটফ্লিক্সে দেখছেন নিজের অভিনীত সিরিজ মিসেস সিরিয়াল।

আটার ভেতর টাকা আমিরের নয়

দুনিয়াজুড়ে এখন ভুয়া খবরের ছড়াছড়ি। তাই কোনটা সত্যি আর কোনটাই—বা গুজব, তা বাছাই করা খুবই কষ্টকর। এমনই এক গুজবের পর্দা সরালেন বলিউড সুপারস্টার আমির খান। করোনার কারণে ভারতজুড়ে হাহাকার। এ সময় বলিউড অভিনেতারা সাধারণ মানুষ তথা সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসহায় এবং ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে।তবে এসব বলিউড তারকাকে নিয়ে নানান ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হচ্ছে। কিছুদিন আগে খবর এসেছিল যে আমির খান আটার

সঙ্গে ১৫ হাজার রুপি বিলি করেছেন। এবার এ খবরের সত্যতা তিনি নিজে ফাঁস করেছেন।খবরটা এমন, দিল্লির এক এলাকায় এক ট্রাক ভর্তি এক কিলোর আটার প্যাকেট পাঠিয়েছিলেন আমির। আর সবচেয়ে মজাদার খবর ছিল, প্রতিটি এক কিলো আটার প্যাকেটে ১৫ হাজার রুপি লুকানো ছিল। এ খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আমির টুইট করে এ খবরের সত্যটা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বন্ধুরা, আমি ওই ব্যক্তি নই যে আটার মধ্যে টাকা রেখে বণ্টন করেছি। এটা তো এক ভুয়া খবর। আমার ধারণা, কোনো রবিনহুড এটা দিয়েছেন, কিন্তু এর সত্যতা প্রকাশ করতে চান না। সুরক্ষিত থাকুন। আর সবাই আমার ভালোবাসা।'তাই বলে বসে নেই আমির। করোনার সঙ্গে এ যুদ্ধে আমিরও সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এক পোস্টের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের কুর্নিশ জানিয়েছেন। আর পুলিশের সাহসের প্রশংসা করেছেন এই বলিউড সুপারস্টার। পাশাপাশি একটা অ্যাকাউন্ট শেয়ার করে সবাইকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন আমির। আমির খানের আগামী ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'র শুটিং চলছিল জোরকদমে। করোনার কারণে এখন সব শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি ছাড়া এই ছবিতে কারিনা কাপুর খান আছেন। বেশ কিছুদিন আগে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির একটা পোস্টার ইন্টারনেটে এসেছিল। এ পোস্টারে আমিরের লুক সামনে আসে।

হবু শ্বশুর ঋষি কাপুরকে আলিয়ার খোলা চিঠি

আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চুটিয়ে প্রেম করছেন। এমনকি লকডাউনে কোয়ারেন্টিনের দিনগুলোতেও এক ছাদের নিচেই কাটিয়েছেন তাঁরা। এই দুই বছর ধরেই লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর। গত বছর আলিয়া প্রেমিকের বাবাকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও ছুটেছিলেন। ১১ মাস ১১ দিনের চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে এলেও নিয়মিত সঙ্গ দিয়েছেন 'হবু শ্বশুর'কে। কথা ছিল, ঋষি কাপুর আরেকটু সুস্থ হয়ে উঠলেই বিয়ের সানাই বাজবে রণবীর কাপুর আর আলিয়া ভাটের। সে আর হলো কই! তাই আগেই করোনা বিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গেল। আর লকডাউনের ভেতরেই চলে গেলেন ঋষি কাপুর। ৬৭ বছরের ঋষি কাপুরের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে নিতু কাপুরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আলিয়া ভাট, এমন দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। রণবীর কাপুরের বড় বোন, ফ্যাশন ডিজাইনার ঋদ্ধিমা কাপুর দিল্লি থেকে মুম্বাই আসতে না পারায় তাঁকে ভিডিও করে বাবার শেষ আনুষ্ঠানিকতাও দেখাচ্ছিলেন আলিয়া। এই দুঃসময়ে 'বাড়ির বউ'য়ের সব দায়িত্বই পালন করেছেন আলিয়া। দিন শেষে চলে 'হবু শ্বশুর'কে উদ্দেশ করে ইনস্টাগ্রামে লিখলেন খোলা চিঠি:

'এই চমৎকার, সুদর্শন মানুষটাকে নিয়ে আমি কী বলব! তিনি আমার জীবন অনেকটাই ভালোবাসা আর মঙ্গল কামনায় ভরে দিয়েছেন। আজ সবাই একজন কিংবদন্তি ঋষি কাপুরকে নিয়ে কথা বলছেন। আমি বলব একজন মানুষের কথা, যিনি দুই বছর ধরে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। বন্ধু হয়ে, সিনেমাপ্রেমিক হয়ে, যোদ্ধা হয়ে, পথপ্রদর্শক আর বাবা হয়ে। তিনিও আমার মতোই চাইনিজ খাবার খেতে খুবই ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন টুইট করতে। দুই বছর ধরে তিনি আমাকে যত ভালোবেসেছেন, আমি উষ্ণ আলিঙ্গনের মতোই বাকি জীবন তাঁর ভালোবাসা মিস করব। বিশ্বকে ধন্যবাদ, এমন একজন মানুষকে দুবছর আমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আমার পরিবারের মতোই। আমি বাকি জীবন আপনার শূন্যস্থান অনুভব করব।'

করোনা মহামারীতেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন অতিতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে :জাতীয় হিন্দু মহাজোট

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৪।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর নেতারা অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী মহামারী ও আতঙ্কের মাঝেও বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় মহা আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছে। প্রতিদিনই দেশের কোন না কোন স্থানে হিন্দুদের বাড়ী ঘরে হামলা, মন্দির প্রতিমা ভাংচুর, ফেসবুকে মিথ্যা প্রচারনা চালিয়ে মিথ্যা মামলায় আটক ও বাড়ী ঘরে হামলার ঘটনা ঘটছে। গত দুই মাসে ৫০টির উপরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, যা অতিতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে। দুঃখের বিষয় অনেক স্থানেই মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। আসামী গ্রেফতারেও গড়িমসি করছে। এমতাবস্থায় সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে হিন্দু মহাজোট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছে।

সোমবার বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব জনাব এ্যাড় গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আক্রমনের পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট দেশের ৫৩ টি জেলায় ব্যপক কার্যক্রম শুরু করেছে। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করতে লিফলেট বিতরন, বিভিন্ন হাট বাজার মসজিদ মন্দির এতিমখানা সহ জনাসমাগম হয় এমন সব এলাকায় জীবানুনাশক স্প্রে করছে, কর্মহীন অভাবগ্রস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, মাস্ক, সাবান, লিকুইড হ্যান্ড ওয়াস, হ্যান্ড গ্লাবস বিতরন করছে। সাংবাদিকদের মাঝে পিপিই সহ নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরন করেছে। করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তিদের সন্তান ও আত্মীয় স্বজন যখন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে লাশ স্পর্শ করতে ও দাহ করতে ভয় পাচ্ছে, সে সময় হিন্দু মহাজোট ঢাকা নারায়নগঞ্জ সহ বিভিন্ন জেলায় লাশ সৎকার টীম গঠণ করেছে। তারা যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় হাঁসপাতাল ও বাসা বাড়ী থেকে লাশ সংগ্রহ করে দাহকার্য সম্পন্ন করছে। হিন্দু মহাজোট শ্মশানে কর্মরত সৎকারকর্মীদের (ডোম) মাঝে পিপিই, গামবুট সহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরন করেছে। বেশ কিছু করোনা আক্রান্ত পরিবার যারা সামাজিকভাবে নিগৃহিত ও অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে তাদের মাঝে খাদ্য ঔষধ সহ অন্যান্য সামগ্রী গৃহে গৃহে পৌছে দিচ্ছে। সমাজের কিছু মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিচ্ছে। সারাদেশে লগডাউনের কারনে অবরুদ্ধ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শের জন্য ১৭ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে একটি ফ্রি মেডিকেল টীম গঠন করে চিকিৎসা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের কারনে দেশে চলমান অর্থনৈতিক দুরবস্থায় অনেক মানুষ তাদের ধান কেটে ঘরে তুলতে পারছে না সে অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে হিন্দু মহাজোটের নেতা কর্মীরা সারা দেশের অসহায় মানুষদের ধান কেটে ঘরে তুলে দিচ্ছে। হিন্দু মহাজোট এ পর্যন্ত দেশে ৫৩ টি জেলায় ১৯ হাজারেরও বেশী পরিবারে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে এবং অন্যান্য সেবা র্কাযক্রম সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের দুর্যোগ অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

নিজদেশে ফেরার দাবিতে বাংলাদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৪।। করোনার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নিজ দেশ ভারতে ফেরাসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করছেন বাংলাদেশের বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকরা। অনেকে হেঁটে রওনা হয়েছেন এমন খবরও পাওয়া গেছে।

সোমবার দুপুরের দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে ওই কেন্দ্রের সীমানা অতিক্রম করে সামনে রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন কয়েকশ’ ভারতীয় শ্রমিক। এদের মধ্যে অনেকে হেঁটে কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের বাবুরবাড়ীর মোড়ে এসে পৌঁছান। শ্রমিকদের বিষয়টি সমাধানের জন্য তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমাধানের আশণস দিলে তারা ফের কাজে দিয়েছেন বলে জানায় প্রশাসন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কর্মস্থলে ফিরেছেন দেশে ফেরাসহ বিভিন্ন দাবিতে বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিক্ষোভরত ভারতীয় শ্রমিকরা। সোমবার বিকেলে জেলা প্রাশসন ও পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের কর্মস্থলে পাঠান।এর আগে দুপুরের দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে ওই কেন্দ্রের সীমানা অতিক্রম করে সামনের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে কয়েকশ’ ভারতীয় শ্রমিক। কেউ কেউ কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের বাবুরবাড়ী মোড়েও পৌঁছান বলে জানা গেছে। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভারতীয় ১ হাজার ৮০০ শ্রমিক চুক্তি ভিত্তিক কাজ করছেন। চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন, খাওয়া-দাওয়া এবং চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে না বলে তাদের (শ্রমিক) অভিযোগ। এছাড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে যেসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন, সেগুলো কর্তৃপক্ষ মানছে না বলেও তাদের অভিযোগ। লকডাউনের দোহাই দিয়ে শ্রমিকদের বাড়িতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই যেকোন মূল্যে তারা দেশে (ভারতে) যেতে চান।

এ ব্যাপারে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সরোজিত মণ্ডল বলেন, শ্রমিকদের চুক্তি অনুযায়ী সবকিছুই দেওয়া হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে তারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চান কিন্তু এই মুহূর্তে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ থাকার কারণে তাদের পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া শ্রমিকরা যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেন তিনি। বাগেরহাট পুলিশ সুপার (এসপি) পঙ্কজ চন্দ্র রায় বলেন, বিক্ষোভরত শ্রমিকদের বুঝিয়ে কর্মস্থলে ফেরাতে সক্ষম হয়েছি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টির মীমাংসাও হবে বলে আশা রাখছি।

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে লকডাউনে কর্মহীন পন্য পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৪।। বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমানের সহধর্মিনী ও জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান সালমা ওসমান লিপির পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রেরিত খাদ্য সামগ্রী সিদ্ধিরগঞ্জের পন্য পরিবহন শ্রমিকসহ ৮’শ অসহায় গরীব দু:খী মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (৪ মে) বিকালে জেলা শ্রমিকলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান (পিকআপ) মালিক সমিতি, শিমরাইল শাখার সভাপতি মো: দেলোয়ার হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল ট্রাক টার্মিনাল ও আশপাশের এলাকায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে, চাল, ডাল, আলু, পিয়াজ, ছোলা, তেল, লবন ও সাবান।

এসময় দেলোয়ার হোসেন জানায়, করোনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাবের কারণে দেশব্যাপী চলমান সাধারণ ছুটি এবং লকডাউনে সারাদেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জেও কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিশাল জনগোষ্ঠি। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমস্যায় সম্মুখীন সাধারন মানুষের জন্য নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমানের পাশাপাশি তাঁর সহধর্মিনী নারায়ণগঞ্জ জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান সালমা ওসমান লিপি নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে করোনা প্রাদূর্ভাবের শুরুতেই সালমা ওসমান লিপি সিদ্ধিরগঞ্জের ২৪’শ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন। এই দূর্যোগের মূহুর্তে পবিত্র মাহে রমজান শুরু হওয়ায় অসহায় গরীব দু:খী মানুষের কথা বিবেচনা করে তিনি কর্মহীন সাধারন মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন। গতকাল তা নাসিক ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে পৌছে দিয়েছি।শিমরাইল ট্রাকটার্মিনাল এবং আশপাশের এলাকার শ্রমিকসহ ৮’শ সাধারণ মানুষের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই মহা দূর্যোগের মুহুর্তেও আমরা ঘরে বসে নেই। সাধারন মানুষের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। এখনো যারা কারো কাছ থেকে কোন সহায়তা পায়নি তাদের জন্য আগামী দিনগুলোতে আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির সভাপতি মো: দেলোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আফাজ উদ্দিন, যুগ্ন সম্পাদক মো: মামুন হাওলাদার, কার্যকরী সভাপতি কাজী আব্দুস সাত্তার, আকবর হোসেন ও অফিস সম্পাদক আবুল কাশেমসহ প্রমূখ।

বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ও ভিক্ষুকদেরকে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা দিলেন র্যাব

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৪।। বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জে প্রতিদিনের ন্যায় ১২০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ও ভিক্ষুকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা দিলেন র্যাব-১১। সোমবার (৪ মে) দুপুরে তপ্ত রোদকে উপেক্ষা করে র্যাব-১১’র মিডিয়া অফিসার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: আলেপ উদ্দিন, পিপিএম (বার) এর নেতৃত্বে আদমজী নগর এলাকায় র্যাব-১১’র সদর দপ্তরের বাইরে সিদ্ধিরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ও ভিক্ষুকদের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে র্যাব সদস্যরা। এদের মধ্যে যাদের ছোট বাচ্চা রয়েছে তাদেরকে বাচ্চাদের খাদ্য সামগ্রীও সহায়তা দেয়া হয়।

র্যাব-১১’র মিডিয়া অফিসার মো: আলেপ উদ্দিন জানান, আমরা র্যাবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়মিত সমাজের কর্মহীন, দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর যারা এই লকডাউনে একেবারেই দুরাবস্থায় রয়েছেন তাদের সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছি। করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই র্যাব সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতেও নানা কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি জানান, মোট ১২০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ও ভিক্ষুকের মাঝে আজ খাবার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদেরকে ৫’শ করে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়ায় যাদের ছোট বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য শিশুখাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে র‍্যাবের অভিযান, ১ কোটি ২৪ লাখ টাকার ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৪।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে ১ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার টাকার বিপুল পরিমান ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসীয়কে গ্রেফতার করেছে র্যাব -১৪। গ্রেফতারকৃতরা হলেন,গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর হারিনাল গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে মাসুদ (৪৭) ও খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গার গোবর চাকার মৃত হাসেম মোল্লার ছেলে কামরুল ইসলাম মোল্লা (৪২। সোমবার দুপুরের র্যাব-১৪ কোম্পানী অধিনায়ক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিউদ্দীন মোহাম্মদ যোবায়ের এ তথ্য জানায়। এর আগে রবিবার গবীর রাতে সোনারগাও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তল্লাশী চালিয়ে তাদের গ্রেফতার কতরা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিউদ্দীন মোহাম্মদ যোবায়ের বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, কক্সবাজার থেকে ইয়াবার একটি বড় চালান ঢাকা প্রবেশ করবে। তথ্যের সত্যতা পেয়ে মাদক ব্যবসায়ী চক্রের উপর নিরবিচ্ছিন্ন গোয়েন্দা নজরদারী চালানো হয়। র্যাব-১৪ এর একটিদল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সোনারগাও এলাকায় কক্সবাজার থেকে আসা (ঢাকা মেট্রো-ন-২০-২৩৭৭) একটি পিকআপ গাড়ী তল্লাশী করে মাসুদ (৪৭) ও কামরুল ইসলাম মোল্লা (৪২) দ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়। এসময় ২৯ হাজার ৮’শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, মাদক বিক্রর নগদ ৫ হাজার ৫শ টাকা ও ১ টি পিকআপ জব্দ করা হয়। স্কোয়াড কমান্ডার চন্দন দেবনাথ বলেন, উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার টাকা। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে সোনারগাঁও থানায় র্যাব বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছে। র্যাব -১৪ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে র্যাবের এ অভিযান অব্যাহত রাখবে।

রেশনে দুর্নীতি, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গ্রেফতার জলপাইগুড়ির বিজেপি সভাপতি

জলপাইগুড়ি, ৪ মে (হি.স.) : লকডাউনে রাজ্যজুড়ে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ। রেশন দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে এসে গ্রেফতার হলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী সহ চারজন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে।

জানা গেছে সোমবার রেশনে দুর্নীতি নিয়ে জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিতে যান জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক তপন রায়ও। তখনই জেলাশাসকের দফতরের সামনে থেকে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে কোতয়ালি থানার পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় বাপীবাবু বলেন, “এভাবে তাঁদের আন্দোলন থামিয়ে রাখা যাবে না।”

এদিকে, তাঁদের গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসার খবর পেয়ে অনুগামীদের নিয়ে থানার সামনে যান জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। অভিযোগ, সাংসদকে থানায় ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ। এই নিয়ে থানার সামনে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য থানায় ঢুকে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ।

জানা গেছে রেশন বিলি নিয়ে ফেসবুকে ‘বিরূপ’ মন্তব্য করায় রবিবার জলপাইগুড়িতে দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপরে সোমবার জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয় বাপীবাবুকে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার আগামী ৬ মাস বিনামূল্যে রেশন থেকে চাল ও আটা দেওয়ার ঘোষণা করলেও মানুষ তা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। রাজ্যের একাধিক জায়গায় রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে উপভোক্তারা। দু’দিন আগেই মুর্শিদাবাদের সালারে রেশন ডিলারের বাড়ির সামনে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। একই ছবি দেখা যায় জেলার ভগবানগোলা, লালগোলার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে। নদিয়ার হাবিবপুরেও গণবন্টনের চালকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রশাসনের কড়া নজরদারির অভাবেই কঠিন পরিস্থিতিতে এই দুর্নীতি চলেছে বলে দাবি গেরুয়া বাহিনীর।

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় গরু মোষকে দেওয়া হল প্রতিষেধক

কাজিরঙা (অসম), ৪ মে (হি.স.) : মহামারি, বৃষ্টি এবং লকডাউনের মধ্যেই কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন গ্রাম এবং চর এলাকায় গরু ও মোষকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হল। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বোকাখাত মহকুমা পশু চিকিৎসা বিভাগের সহযোগে গত ১ মে থেকে শুরু করা হয় বিভিন্ন জায়গায় গরু ও মোষের মধ্যে প্রতিষেধক টিকা অভিযান। ২ এবং ৩ মে কাজিরঙার বনকর্মীদের সাহায্যে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে ভক্তে এবং বামুন চাপরি এলাকায় গরু মোষের মধ্যে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

কাজিরঙার আশপাশের গ্রামগুলিতে গরু মোষকে প্রতিষেধক দেওয়ার কার্যসূচিতে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছে আরণ্যক, করবেট ফাউন্ডেশন, ভূমি এবং ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া-র মতো প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনগুলি।

শনিবার বিকেলে নিকরিঘাট দিয়ে ধনশিরি নদী পার হয়ে পশু চিকিৎসক এবং বন কর্মীর দলটি রাতের দিকে চাপরির গরু মোষের খাটালে গিয়ে প্রতিষেধক দিয়ে আসেন। এর পর রবিবার সকালের দিকে ভক্তে চাপরির কাছে বামুন চাপরিতে গিয়ে ট্রায়ো ভেক নামের প্রতিষেধক দিয়ে আসেন তাঁরা। এই কয়েক দিনে সব মিলিয়ে ৫০০-এর বেশি গরু মোষকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে।

গোলাঘাট জেলার অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন উত্তম শইকিয়ার তত্বাবধানে দলে ছিলেন বোকাখাত মহকুমা প্রাণীসম্পদ দফতরের ডা. জানমণি শ্যাম, ডা. দেবব্রত ফুকন এবং ডা. দীপজ্যোতি হানসে। এছাড়া ক্ষেত্র সহায়ক হিসেবে ছিলেন গোপাল মিত্র।

অসম বন্যপ্রাণী ডিভিশনের ডিএফও রমেশ কুমার গগৈ ভক্তে চাপরিতে

ছয়ের পাতায়

বিডিও অফিসে রেশ দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়ে বিক্ষোভ ঝাড়গ্রামের বাসিন্দাদের

ঝাড়্গ্রাম, ৪ মে (হি. স.) : লকডাউনে সাধারন মানুষজনদের কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পৃথকভাবে খাদ সামগ্রী রেশন দোকান মাধ্যমে উপভোক্তাদের তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বিতরণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরী হয়েছে সাধারন মানুষজনের মধ্যে। যার ফলে সোমবার সকাল থেকে জেলা খাদ্য দফতর ও বিভিন্ন বিডিও অফিসে রেশ দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এদিন সারাদিন রেশন নিয়ে উত্তপ্ত ছিল ঝাড়্গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকা।

এদিন জামবনী বিডিও অফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখান সাধারন মানুষজনেরা। রেশন গ্রাহকদের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী সাধারন মানুষজনদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছেন। কিন্তু রেশন ডিলারেরা কোথাও রেশন আবার কোথাও কাগজের কার্ডে কোনও রেশন দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলেন। তাদের আরও অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার জনপ্রতি যে পাঁচ কেজি করে চাল দিয়েছেন তা কোনও কোনও রেশন ডিলার দিচ্ছেন না। যদিও রেশন ডিলারদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ডিজিটাল রেশন কার্ড (পি এইচ এইচ, এ এ ওয়াই, এস পি এইচ এইচ) এই কার্ড গুলি যারা পেয়েছেন শুধু মাত্র তারাই কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া জন প্রতি পাঁচ কেজি করে চাল পাচ্ছেন। আর রাজ্য সরকারে দেওয়া (আর কে এস ওয়াই ১ এবং ২) এই কার্ড গ্রাহকেরাও প্রতি সপ্তাহে দুই কেজি করে জন প্রতি চাল পাচ্ছেন। এছাড়াও যাদের কাগজের রেশন কার্ড রয়েছে তারাও রেশনের খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছেন। আর নাবালক কার্ডে এক কেজি করে চাল আর আটা দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ জেলার বেশ কিছু রেশন ডিলার কাগজের কার্ডে চাল দিচ্ছেন না।

ঝাড়্গ্রাম শহরের বাসিন্দা কাকলী নাগ বলেন,’ আমাদের কাগজের রেশন কার্ড রয়েছে কিন্তু ডিলার রেশন দ্রব্য দিচ্ছেন না। আমার একটা পার্লার আছে। সেটা কবে খুলবে জানি না। এখন খুব সমস্যার মধ্যে আছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবাই রেশনের খাদ্যদ্রব্য পাবে। আর রেশন ডিলারেরা আমাদের চাল, আটা কিছুই দিচ্ছেন না। রেশন দ্রব্য না পেলে আমরা কি খাবো।’ এবিষয়ে জেলা খাদ্য দফতরের আধিকারিক মিঠুন দাস বলেন ’অনেকেই নিজেদের প্রাপ্য কতটা তা বুঝতে পারছেন না।নতুন কার্ড , পুরাতন কার্ডে দ্রব্য পেতে চাইছেন।অনেকে আবার নতুন কার্ডের জন্য আবেদন করার জন্য লাইন দিয়েছেন।সমস্য মিটিছে।যদিও কারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে ব্লকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩০ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে মদ কিনতে লম্বা লাইন ক্যানিং, বাসন্তীতে

ক্যানিং, ৪ মে (হি. স.) : তৃতীয় দফার লকডাউন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। তবে এবারের লকডাউনে মদের দোকান খোলা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। সোমবার থেকেই সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, বারুইপুর, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার এলাকায় মদের দোকান খুলতে শুরু করেছে। তবে মদের দোকান খুললেও মদের বোতলে এম আর পির উপর ৩০ শতাংশ দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। বাড়তি দাম দিয়েও মদ কিনতে প্রতিটি মদের দোকানের সামনে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে এদিন।

এদিন সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, বারুইপুর, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবার কিম্বা বাসন্তী এলাকায় কোন মদের দোকানই খোলেনি। তবে সংবাদ মাধ্যমে এদিন মদের দোকান খোলা হওয়ার খবর পেয়ে সোমবার সকাল থেকেই সুরা প্রেমীরা প্রতিটি মদের দোকানের সামনেই ভিড় জমিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অনেকে ফিরে গেলেও বাকিরা মদ না নিয়ে ফেরেন নি। সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ অবশেষে খোলে একের পর এক মদের দোকান। তবে মদ কিনতে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে অনেক ক্রেতারই। প্রতিটি দোকানেই মদের বোতলের এম আর পির উপর ৩০ শতাংশ বেশি দাম ধার্য করা হয়। কিন্তু সেই বাড়তি দাম দিয়ে মদ কিনতে ও বহু মানুষ এদিন লম্বা লাইন দিয়ে মদ কেনেন। কোথাও কোথাও সামাজিক দূরত্বের যে বিধিনিষেধ তা শিকেয় ওঠে। কোথাও বা সেই ভিড় ঠিক করতে পুলিশকর্মীরা পৌঁছন মদের দোকানের সামনে।

নামী কোম্পানির স্টিকার লাগিয়ে টিউবওয়েলের জল বিক্রির অভিযোগ রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের পালপাড়া ভেজাল জল বিক্রি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরে ফেলেন কয়েকজন জল ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে ভেজাল জল বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জে বেশ কিছুদিন ধরেই ভেজাল জল বিক্রির একটা চক্রের খবর আসছিল। কিন্তু হাতে নাতে ধরতে পারছিলেন না কেউ। রবিবার রায়গঞ্জের অশোকপল্লীর পালপাড়ার ওই অভিযুক্তকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা।

জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের এক ব্যবসায়ী জয়দ্বীপ্ত বিশ্বাস জানতে পারেন তার কোম্পানির স্টিকার লাগিয়ে জল বিক্রি করা হচ্ছে। এরপর খোঁজ শুরু হয়। অন্যদিনের

ছয়ের পাতায়

টর্চের আলো চোখে, করিমগঞ্জের ঘোড়ামারায় প্রতিবেশীর দায়ের কোপে খুন অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ মে (হি.স.) : টর্চের আলো চোখে পড়ার দরুন এক প্রতিবেশীর হাতে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত জনৈক সেনা জওয়ানকে। হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানার অন্তর্গত ঘোড়ামারা গ্রামে রবিবার রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ। আকস্মিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। হতভাগ্য পরীক্ষিত দাসের ছোট ভাই পরমজিৎ দাস প্রতিবেশী প্রীতম দাস ও স্বপন দাসকে অভিযুক্ত করে বদরপুর থানায় খুন সংক্রান্ত এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে বদরপুর পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও, এখন পর্যন্ত ধরপাকড়ের কোনও খবর নেই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরনো জমি বিবাদের জেরেই এই প্রাণ হরণকারী ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, ঘোরামারা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান পরীক্ষিত দাস প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও খাওয়া দাওয়া শেষে টর্চ নিয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায় এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করছিলেন। আচমকা তাঁর টর্চ লাইটের আলো প্রতিবেশী পিনাক দাসের চোখে পড়ে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পিনাক। ইচ্ছে করে টর্চের আলো চোখে ফেলিনি। পরীক্ষিত বিনয়ের সঙ্গে বার বার জানালেও প্রীতম কোনও মতেই তাঁর আবদার মানেনি। এক সময় পিনাক পরীক্ষিতের উপর চড়াও হয়ে যায়। এতে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এরই মধ্যে প্রীতমের কাকা স্বপন দাস ও ভাই সজল দাসও পরীক্ষিতের ওপর হামলা চালায়। এই সুযোগে পিনাক বাড়ি থেকে দা নিয়ে এসে পিছন থেকে পরীক্ষিতের মাথায় সজোরে কোপ মেরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আর্তনাদ শুনে পরীক্ষিতের ছোট ভাই ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পেরে ঘাতকরা দৌড়ে তাদের বাড়ির ভেতর চলে যায়। পাশের বাড়ির লোক বলেই ঘাতকদের চিনতে পারেন বলে হতভাগ্য পরীক্ষিতের ছোট ভাই, জানান তিনি নিজে। ঘাতক প্রীতমের দায়ের কোপে পরীক্ষিতের মাথার প্রায় সিংহ ভাগ অংশ কেটে যায়। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের ফলে ঘটনাস্থলেই পরীক্ষিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে তাঁর ছোট ভাই জানান।

আজ সোমবার সকালে ময়না তদন্তের জন্য হতভাগ্য পরীক্ষিত দাসের নিথর দেহ করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ময়না তদন্তের পর পরীক্ষিতের দেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দেয় পুলিশ। অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানের সৎকার কার্য সমাধা হয়। এদিকে এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর দুর্গা পূজার সময় জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরীক্ষিত দাস ও প্রীতম দাসের পরিবারের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। সে থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে এক সুপ্ত জেদ গোপনে বাসা বেঁধেছিল। সামান্য টর্চের আলোর মাধ্যমেই প্রীতমের মাথায় পুরনো জেদ চেপেছিল বলে অনেকেই অনুমান করছেন। আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পরীক্ষিত দাসের খুনের মাধ্যমে।

মাথাভাঙ্গায নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ফুলকপি বোঝাই পিকআপ ভ্যান

পারডুবি, ৪ মে (হি. স.) : কোচবিহারের ফালাকাটা থেকে মাথাভাঙ্গার দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি পিকআপ ভ্যান। সোমবার ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের আটমাইল সংলগ্ন ৫ নম্বর বাঁধ এলাকায়। ঘটনায় গাড়িচালক সহ ৩ জন আহত হয়েছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফুলকপি বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি ফালাকাটা থেকে মাথাভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। আটমাইল সংলগ্ন ৫ নম্বর বাঁধ এলাকায় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। ঘটনায় আহত ৩ জনকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। তবে তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে। গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

করোনার হামলা থেকে রক্ষা পেতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথের

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ মে (হি.স.) : মারণ ভাইরাস করোনার ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কার হয়নি। ভারত সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় চিকিৎসকরা ভ্যাকসিন তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই ভ্যাকসিন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা। করিমগঞ্জ বিজেপি-র ফেসবুক লাইভে এসে সোমবার এ কথাগুলো বলেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ।

করিমগঞ্জের সাংসদ মালাহ বলেন, সমগ্র পৃথিবী করোনা ত্রাসে ত্রস্ত। বিশ্বের শক্তিশালী দেশ আমেরিকাও করোনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু করুণাময়ের অশেষ কৃপা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলেই ভারত এখনও পর্যন্ত সেফ জোনে রয়েছে। দেশের মানুষকে নোভেল কোভিড-১৯ এর মতো মারণ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে দেশের অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও প্রধানমন্ত্রী লকডাউনের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের উনিশ দিনের লকডাউন শেষ হতেই, প্রধানমন্ত্রী পুনরায় চোদ্দ দিনের লক ডাউন ঘোষণা করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউনে অনেক ক্ষেত্রে আংশিক ছাড় দিলেও, দেশের সাধারণ জনগণকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রাণের চেয়ে কোনও কিছুই বড় নয়। তাই নিজের, পরিবারের, পাড়া-প্রতিবেশীর, সমাজের ও দেশের জনগণের কথা চিন্তা করে জনতাকে ধৈর্য ধরে লক ডাউন আইন মেনে চলার আহ্বান জানান সাংসদ কৃপানাথ। আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, জার্মানি সহ বিশ্বের কম জনসংখ্যার দেশগুলোতে করোনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। সে সকল দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে করোনা ভাইরাস। বিশ্বমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা সংবলিত শক্তিধর দেশগুলোও করোনা মোকাবিলায় অসহায় পড়েছে। সেই দিক দিয়ে ভারতের মতো ১৩৫ কোটির জনবহুল দেশে একবার যদি এই অদৃশ্য মারণ ভাইরাস কমিউনিটি ট্রান্সমিশনে পরিণত হতে পারে, তা হলে আর রক্ষে নেই।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির প্রশংসা করে সাংসদ কৃপানাথ বলেন, এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা মতো দেশের প্রতিটি রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা একদম সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। এই মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে

ছয়ের পাতায়

অসমে ২৫০০ শূকরের মৃত্যু, পালকদের জন্য হেল্পলাইন খুলেছে রাজ্য, জানান প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৪ মে (হি.স.) : অসমে গত সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার-এ আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২৫০০ শূকরের মৃত্যু হয়েছে। সেজন্য শূকর পালনে যে কোনও ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হলে যোগাযোগের জন্য রাজ্য সরকার ১৯৬২ নম্বরের একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন খুলেছে। সোমবার গুয়াহাটির পার্শবর্তী রানিতে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক এন্টারপ্রিনিয়াশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অন পিগ-এ এসে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী অতুল বরা।

আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার সম্পর্কে জিগ্যেস করলে রাজ্যের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী অতুল বরা জানান, এখন থেকে মুক্ত অবস্থায় শূকর পালন করলে পালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার। সংক্রামক এই রোগ থেকে শূকরদের কীভাবে বাঁচানো যায় সে সম্পর্কে রাজ্যের পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রীর কাছে জানা গেছে, কামরূপ মহানগরের গড়চুকে শূকরের নমুনায় আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে প্রাণসম্পদ মন্ত্রী আরও জানান, এখন পর্যন্ত উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা শূকরদেরই ম্যৃ হয়েছে। যে সব শূকর এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের আলাদা করে অন্যত্র রাখা হবে। সেখান থেকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাসার্ধ এলাকায় কড়া নজর রাখা হবে। সংক্রমিত এলাকা থেকে কোনও শূকরের খাদ্য যেমন দানা জল ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের ৩০৬টি গ্রামের শূকরের নমুনার সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছিল।

তিনি জানান, সদ্য সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত শূকরগুলিকে আপাতত মেরে ফেলা হবে না। ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভারের ভ্যাকসিন বর্তমানে বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিন কথায় কথায় তিনি বলেছেন, যে সব জায়গায় শূকরের শরীরে এই রোগ ধরা পরেনি সেখানে শূকরের মাংস বিক্রি এবং খাওয়া দুটোই যাবে। অসমের পার্শবর্তী রাজ্যগুলিও যাতে সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন বলে জানান। এ নিয়ে শীঘ্রই আলোচনার টেবিলে বসবেন বলেও জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী বরা।

বাসন্তীতে রেশনের চাল নিয়ে দুর্নীতি, গ্রেফতার তিন

বারুইপুর, ৪ মে (হি. স.) : রাজ্য জুড়ে রেশন বিলি নিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিস্তর অভিযোগ উঠছে। এবার সেই অভিযোগ উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে। রেশনের চাল, আটা ব্যক্তিগত গুদামে মজুত করে বাইরে বিক্রি করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাজেশ প্রসাদ সাউ, গোপাল প্রসাদ সাউ ও সুভাষ প্রসাদ সাউ। তিনজনকেই রবিবার রাতে বারুইপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকার সাধারণ মানুষজন অভিযোগ করছিলেন এই তিন অভিযুক্ত বারুইপুরের পদ্মপুকুর এলাকায় একটি গুদাম থেকে রেশনের চাল, আটা বিক্রি করছেন। অভিযুক্তদের বাড়ি বারুইপুর স্টেশান রোডের উমাচরন রোডে। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়েই রবিবার রাতে বারুইপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গুদামে হানা দেয়। সেখানে থেকে ১০০ বস্তা আটা ও ৭ বস্তা রেশনের চাল উদ্ধার হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৭৯ ও ৪১১ ধারায় মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারুইপুরের কাটাখাল এলাকা থেকে কয়েকদিন আগেই রেশনের চাল পাচারের অভিযোগে এক ডিলারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এর পাশাপাশি সোমবার দুপুরে বারুইপুর থানার রামধারি এলাকায় স্থানীয় রেশন ডিলার শঙ্কর গায়েন রেশনের চাল বাইরে পাচার করে দিচ্ছিলেন। খবর পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা এসে সেই চাল আটকায়। রেশনে দুর্নীতির প্রতিবাদ করে দীর্ঘক্ষণ রেশন দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরে বারুইপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই অভিযুক্ত ডিলারকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বারুইপুর এলাকায় রেশনের সামগ্রী পাচার চক্র যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই চক্রে জড়িতদের খোঁজে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গীতার শ্লোক ও রবীঠাকুরের উক্তি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দীর্ঘ চিঠি রাজ্যপালের

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। / মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণিউ। অর্থাৎ কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়উ অতএব কর্ম কর, কর্মফলে যেন তোমার কখনও আসক্তি না হয়উ " এভাবেই গীতার শ্লোক দিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর জবাব দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এই সঙ্গে নবান্নে পাঠানো চিঠিতে রাজ্যপাল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি দিয়ে লিখেছেন, "সেই বাণী থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির....'। গুরুদেবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনি কতটা বিচ্ছিন্ন তা নিজেই বিচার করুন।" উল্লেখ করা যেতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন আদ্যন্ত রবীন্দ্রপ্রেমী। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখ করেন তিনি।

রাজ্যপাল তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, "প্রিয় মূখ্যমন্ত্রী, আমার বিগত পত্রের পর করোনা পরিস্থিতি আরো তীব্র এবং ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। চিন্তাজনক ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও অবনতি হয়েছে, যার স্বত্তর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। এই দুঃসময়ে যে বীর স্বাস্থ্যকর্মীরা সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন তাঁদের সঙ্গে সম্পুর্ন সহযোগিতার মানসিকতা এবং কার্যকর সুরক্ষামূলক আচ্ছাদন প্রদান আবশ্যক। রাজনৈতিক দ্বিচারিতায় দুষ্ট পিডিএস ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন জায়গায় অসন্তোষ এবং হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। রাজ্য এক ভয়াবহতম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিক মানুষ এবং কৃষকরা অত্যন্ত পীড়িত এবং তাঁদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে করোনা সংক্রমিত মৃতদেহগুলির যে নির্দয় এবং বর্ণনাতীত অসংবেদনশীলরূপে অপসারণের খবর আসছে তা সম্পূর্ণভাবে বিবেকহীন এবং বেদনাদায়ক। মানুষ এই নির্মমতায় মানসিকভাবে পর্যুদস্ত। তাঁদের হৃদয়ে ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছে। আমরা "ধাপার" এই জঘন্য অধ্যায় অতিক্রম করে এগোতে পারবো কিনা সন্দেহ! এটা বহুদিন আমাদের ব্যথিত করবে।

'রাজনৈতিক দল শকুনের মতন মৃতদেহের অপেক্ষায় বসে আছে', আপনার দুর্ভাগ্যজনক বিবৃতিটি সমাদৃত হয়নি কারণ সমস্ত রাজনৈতিক দল করোনার বিরুদ্ধে লড়াইতে রাজ্য সরকারকে তাদের নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছেন। একদিকে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বা "পৃথকীকরণ" করা হচ্ছে, আর অন্যদিকে আপনার দলের ক্ষেত্রে কার্যত খোলা ছুট দেওয়া হচ্ছে, যা অভিপ্রেত নয়। এই সময় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাথে সংহতি দেখানোর সময়। আপনি নিজের ওপর মিডিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য প্যারা ১২কে ব্যবহার করেছেন, 'আমি আপনাকে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা তীব্র করে তোলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি'। এর আগে আপনার বিবৃতি ছিলো, 'রাজ্যপাল সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন'। রাজ্যের অধিবাসীরা খুব ভালো করেই জানেন "রাজ্যে কে অন্যায়রূপে অধিকার ফলাচ্ছে এবং কে সংবিধান অতিরিক্ত ক্ষমতার উৎস"! সরকার এবং সিন্ডিকেট দুটোই আসলে কে চালান! এই অনামা ব্যক্তিটি কে! এটি একটি সর্বজনবিদিত গুপ্ত তথ্য! অবশ্যই ব্যক্তিটি আমি নই। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমি রাজ্যের বস্তুস্থিতি এবং রাজ্য বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং অনুচ্ছেদ ১৫৯ মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি আমি আমার সাংবিধানিক কর্তব্যপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজ্যটি একটি "পুলিশ স্টেটে" পরিণত হয়েছে এবং কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের অপছন্দের কোনো কিছু পোস্ট করলেই পুলিশ তার বাড়ি গিয়ে হাজির হয় এবং সরকার চাইছেন রাজনৈতিক মতামত নিয়ন্ত্রণ করতে। রাজনৈতিক নির্যাতন ক্রমবর্ধমান। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য, যাদের ওপর অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্যারা ৮ এতে আপনি রাজ্যপালের কতৃত্ব সম্পর্কে যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন সেটি সংবিধানের একটি অপরিণত এবং অপেশাদার ব্যাখ্যা। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে রাজভবনে অধিবাসী তাঁর দায়িত্ব, সীমাবদ্ধতা, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং সর্বদা সংবিধানের দায়রার মধ্যে থেকে রাজ্যের মানুষের কল্যাণ এবং আইনের শাসনের প্রতি দায়বদ্ধ।

এই নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণে আপনার "বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত" হওয়ার সময় এসেছে যখন স্বাস্থ্য পরিষেবা বিধ্বস্ত; পিডিএস রাজনীতিদুষ্ট, বিনামূল্যের রেশন লুট হচ্ছে, প্রান্তিক মানুষ ও কৃষকরা দুর্দশাগ্রস্ত, ইত্যাদি। আমি বারংবার এই সমস্যাগুলি তুলে ধরছি। আমার তুলে ধরা এই সমস্যগুলিকে কার্যকরভাবে সমাধান করার সময় এসেছে যাতে মানুষের ভোগান্তি কিছুটা কমে। এই দুঃসময়ে আমাদের আরো পরিপক্কতা, দূরদৃষ্টি এবং ইতিবাচকতা দেখানো প্রয়োজন। আপনি ভালোভাবেই জানেন যে আপনার সঙ্গে অতিসংবেদনশীল এবং ব্যাপক পরিণতিকামী নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় আছে কিন্তু সেসব সরিয়ে রেখে আপাতত করোনার বিরুদ্ধে লড়াই অবধি সেসব স্থগিত রাখা সমীচীন মনে করছি।

আমি কিংবদন্তি ডঃ বি সি রায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম কারণ আমি আন্তরিকভাবে ভেবেছিলাম যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটতে দেখতে পাচ্ছি না। রাজ্যের কারোরই এই অশোভন পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছেনা। সময় এসেছে আপনি বিষয়টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে না দিয়ে আত্মসমীক্ষা করুন এবং তলিয়ে ভাবুন। অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত সচেতন, উদ্বিগ্ন এবং প্রভাবিত, বিশেষত স্বাস্থ্য পরিষেবা, পিডিএস এবং কৃষক সংক্রান্ত বিষয়ে, যেগুলি আমি উত্থাপন করেছি।

আমার উত্থাপিত মূল বিষয়গুলিকে ইতিবাচকভাবে সম্বোধন করার পরিবর্তে আপনি প্রসঙ্গবহির্ভূতভাবে কিছু বিশেষ শব্দ এবং বাক্যের ওপর জোর দিয়ে যেন চালের পরিবর্তে তুষের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আমি আমার বক্তব্যে অনড় কিন্তু আপনার অবস্থান তথ্যের পরিপন্থী। আপনার উত্তর বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। আপনার ছদ্মভীতিপ্রদর্শনকামী অবস্থান (প্যারা ১২), যা আপনার পদের গরিমার পরিপন্থী, দুর্বল যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তাতে আমি কোনোভাবে প্রভাবিত হইনা। কি বিপরীতধর্মী পরিস্থিতি: এতকিছু যখন কিনা আপনি ক্রমাগত অনুচ্ছেদ ১৬৭ দ্বারা নির্ধারিত নিজের 'দায়িত্ব'কে অবজ্ঞা করেন এবং অনুচ্ছেদ ১৬৬ মোতাবেক রুলস অফ বিজনেস - রুলস ২২,২৭ ও ৩০ কেও উপেক্ষা করেন।

আপনার এই ভুল অবস্থান, যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি সমস্ত দায়বদ্ধতার উর্দে এবং রাজ্যপাল হিসেবে আমার কোনো ভূমিকাই নেই, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে স্বৈরাচারী মানসিকতাই ফুটে ওঠে, গণতন্ত্রে যার কোনো স্থান নেই এবং প্রত্যেকেই সেখানে দায়বদ্ধ। আপনি যদি সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা করেন তাহলে দেখবেন আপনার সমগোত্রীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া স্বত্তেও আইনি সমালোচনার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা ভুল করেছিলেন, আপনিও ভুল করছেন। আমি আপনাকে ইঙ্গিত করেছিলাম যে কেউই আইনের উর্দ্ধে নন। আইন সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। সংবিধানকে রক্ষা করার ভার যেহেতু আমাদের ওপর ন্যস্ত, আমার নিজের একটি পবিত্র ভূমিকা আছে এবং আপনিও যাতে আপনার ভূমিকা পালন করেন তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও আমার।

আমি আপনার শুভবুদ্ধি এবং বিবেকের কাছে আবেদন রাখছি যে অক্ষম শাসনব্যবস্থার কারণে মানুষের যে অসীম দুর্গতি হয়েছে আপনি কেবলমাত্র তার থেকে তাঁদের উত্তরণের ব্যবস্থার কথা ভাবুন, তাদের স্বান্তনা দিন, তাদের সনস্যার সমাধান করুন এবং আপনি সর্বদা জনহিতে আমাকে আপনার পাশে পাবেন।

রাজ্যের মানুষ খুব ভালো করে জানেন যে জনগণের স্বার্থে আপনার মনোনীত দিন, সময় এবং স্থানে আপনার সাথে আলোচনার জন্য আমার অনুরোধ ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়েছে। আমি এই বৈঠকের জন্য আপনার কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। আমি প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করি কিন্তু একমাত্র সংবিধান দ্বারাই চালিত হই। আসুন, জনপ্রিয় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবসত, দ্বিমত সরিয়ে রেখে, পুরানো কথা ভুলে গিয়ে, একসাথে সময়োত্তীর্ণ জ্ঞানের লাভ নিয়ে মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ি যাতে করোনাকে হারানো যায় আর পশ্চিমবঙ্গ আবার তার রাষ্ট্রের গৌরর হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরে পায়।

মঙ্গলবার থেকে করিমগঞ্জের গ্রামে গ্রামে স্ক্রিনিং, জেলাশাসকের হাতে মেশিন তুলে দিয়েছেন সাংসদ

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ মে (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে করিমগঞ্জ জেলার প্রত্যেকটি গ্রামে থার্মাল স্ক্রিনিং শুরু হবে। ভয় না পেয়ে এই প্রক্রিয়ায় গ্রামের সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। স্বাস্থ্য কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন নাগরিকদের। চিকিৎসক, নার্স ও আশাকর্মীদেরকে এই থার্মাল স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য পঞ্চায়েতের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের সহোযোগিতা একান্ত আবশ্যক বলে জানান সাংসদ কৃপানাথ মালাহ।সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলাশাসক আনবামুথান এমপির হাতে থার্মাল স্ক্রিনিং মেশিন তুলে দেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিডিসি রঞ্জিত কুমার লস্কর, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ। সাংসদ কৃপানাথ বলেন, এই স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ এবং দশের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সাংসদ কৃপানাথ মালাহ।রোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহর।ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।এরই মাঝে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২৫৯। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা।

এই প্রসঙ্গে রাজীব সিনহা আরও জানান, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মোট ১২৫৯। এই মুহূর্তে করোনায় চিকিৎসাধীন ৯০৮। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত ২১৮। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ জন। সেই সঙ্গে মুখ্যসচিব আরও জানান, গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে মোট ৬১ জন মৃত। মুখ্য সচিব আরও বলেন,"করোনা আক্রান্ত

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করেন, ধলাই জেলাকে আজ রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিএসএফ-র জহরনগরস্থিত ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের ১৭৪ জন, গন্ডাছড়া অ্যাডমিন ক্যাম্প থেকে ৪৯ জন, করিনা বিওপি-র ১৫ জন, নালকাটা বিএসএফ ক্যাম্পের ৩ জন এবং স্বাস্থ্যকর্মী ৯০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১১৮ জনের নমুনা সংগ্রহ বাকি রয়েছে।

সন্ধ্যা

● প্রথম পাতার পর

আক্ষেপ করে বলেন, আজ দিনভর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি। অনেকেই মনের আনন্দে বাইরে বেরিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, কঠিন সময় এখনও কাটেনি। তাই রাজ্যবাসীকে অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের না হতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

নিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

কোনও রাজ্যে যাঁরা আটকে রয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন অতিরিক্ত সচিব দেবানন্দ রিয়াং। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আজ এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

প্রধান কার্য্যালয়ের প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বস্থ করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওই রিপোর্টের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

মদের দোকান

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত মদের দোকান খোলা ছিল। প্রতিদিন এমনই ভাবে সকাল দশটায় দোকান খুলবে এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

দেওয়া হল প্রতিষেধক

পাচের পাতার পর

প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ খতিয়ে দেখেছেন। ভক্তে বন শিবিরে পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে সোয়াইন ফিভার সংক্রমণ এবং তার প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন ডিএফও গগৈ। পরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্রের গাভরু চাপরি, লালুং এবং বিলতিয়া চাপরিতে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিএফও রমেশ গগৈ।

অভিযোগ রায়গঞ্জে

পাচের পাতার পর

মতো রবিবারও টোটোতে করে জল বিক্রি নিয়ে বের হয়েছিলেন। রাস্তায় নিজেদের স্টিকার লাগানো জলের ড্রাম দেখে সন্দেহ হয় জয়দেব বাবুর। তিনি হাতে নাতে ধরে ফেলেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। জয়দ্বীপ্ত বাবু জানান, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কোম্পানির স্টিকার ও লোগো লাগিয়ে ভেজাল জলের ব্যবসা চলছে। কিছু নামধারী ব্যবসায়ী এই কাজ করছে।কিন্তু এতদিন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আজ পেয়ে গেছি। আগামীদিনে কারও কোনো ক্ষতি হলে তার দায়ভার কে নেবে? এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সাংসদ কৃপানাথের

পাচের পাতার পর

চলাই হলো উত্তম পন্থা। লক ডাউন চলাকালীন দেশের সাধারণ জনগণ যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে সাংসদ কৃপানাথ ফেসবুক লাইভে বলেন, রেশন কার্ডভুক্ত দেশের ৮০ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চালের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের ৮ কোটি ৬৯ লক্ষ কৃষকদেরকে ২ হাজার টাকা করে এককালীন সাহায্য করা হচ্ছে। ৮ কোটির অধিক গৃহিণীকে তিন মাস উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩ কোটির অধিক বৃদ্ধভাতা ও বিধবা ভাতা খাতা ধারকদের অ্যাকাউন্টে ১ হাজার টাকা করে তিন মাস দেওয়া হবে। ২০ কোটির অধিক জনধণ খাতায় (জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট) ৫০০ টাকা করে তিন মাস দেওয়া হবে। জব কার্ড ধারকদের মজুরিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যাদের রেশন কার্ড নেই তাঁদেরকেও ১ হাজার করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

এত সবের পরও কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার তাঁদের কর্মচারীদের নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকদের সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারি কর্মচারীরা যে ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন, এর জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাংসদ কৃপানাথ। সেই সঙ্গে যে সকল সামাজিক সংগঠন ও সুহৃদয় ব্যক্তিবর্গ এই দুর্যোগের সময় অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে এসে আক্ষরিক অর্থে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রতিও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে পরের দিন সকাল ৬ টা পর্যন্ত যে কার্ফু আইন বলবৎ করা হয়েছে, তা মেনে চলতে করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকাবাসীর কাছে অনুরোধ জানান সাংসদ কৃপানাথ মালাহ।

জোন বেড়ে ৩১৮

তিনের পাতার পর

কলকাতায় ২৬৪ থেকে বেড়ে হল ৩১৮।উত্তর ২৪ পরগনায় ৮১। হাওড়াতে ৭৪। হুগলিতে ১৮। নদিয়া ২। পূর্ব মেদিনীপুর ৯। পশ্চিম মেদিনীপুর ৫। পূর্ব বর্ধমান ১। মালদা ৩। দার্জিলিং ২ কন্টেনমেন্ট জোন রয়েছে। তাছাড়াও কালিম্পঙ ১। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১। বাকি ৯ টি জেলায় কোনও কন্টেনমেন্ট জোন নেই।

কৈলাসহরে মনু ল্যান্ড কাস্টম দিয়ে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধের দাবিতে কৈলাশহর মনু ল্যান্ড কাস্টমস এলাকায় পথ অবরোধ করল স্থানীয় জনতা। এ নিয়ে কৈলাশহর পুরো পরিষদ এলাকায় অবস্থিত ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে মনু ল্যান্ড কাস্টম এলাকায় সোমবার সকাল থেকেই তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাশহর পৌর পরিষদের অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও কৈলাশহর থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহীনি ছুটে আসে। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই মনু ল্যান্ড কাস্টম দিয়ে আমদানি রপ্তানি হলে পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশ থেকে কৈলাশহরে করোণা সংক্রামন হতে পারে এই ভয়ে কৈলাশহর বাসীরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের দাবি যতদিন পর্যন্ত করুণা মুক্ত না হচ্ছে, ততদিন এই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বন্ধ রাখা হোক। শুল্ক আমদানীর দিক দিয়ে মনু ল্যান্ড কাস্টম রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কৈলাশহর মনু অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। পাশাপাশি কোন ধরনের পরিকাঠামো নেই এই স্থলবন্দরে। তাই স্থানীয়দের দাবি আপাতত কৈলাশহর মনু ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রাখা হোক।

স্থানীয়দের সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কৈলাশহর পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নিতীশ দে। তিনি কথা বলেন স্থানীয়দের সাথে। পরে তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান কৈলাশহর স্থল বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থান অন্যান্য জায়গার চেয়ে আলাদা। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার যেন এই স্থলবন্দরটি চালু করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে তার জন্য তিনি কৈলাসহর বাসীর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

এইদিন কৈলাশহর মনু ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে কোন ধরনের মালবাহী লড়ি বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে প্রবেশ করেনি বলে খবর। স্থানীয়রা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার।

করোনা আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রাখার প্রস্তুতি নেয় প্রশাসন। সে মোতাবেক ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে স্যানিটাইজ করা সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। আজ সকাল থেকেই ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করোনা আক্রান্ত রোগী রাখার উপযোগী করে তোলা হচ্ছিল। কিন্তু স্থানীয় জনগণ এতে আপত্তি জানান।

এদিন তাঁরা ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা আক্রান্ত-দের রাখা যাবে না দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে, এই ভয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। এতে পরিস্থিতি অনেকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। স্থানীয়দের বোঝানো হয়েছে, এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সমস্ত নিয়ম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই করোনা আক্রান্তদের রাখা হবে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলবে। এতে সংক্রমণ ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। পুলিশের দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন থামিয়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে যান। পরে অবশ্য আক্রান্তদের আগরতলায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায়।

এসিএস

● প্রথম পাতার পর

ছুটি কাটিয়ে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। কিন্তু অসুস্থ হয়েছেন গত ২৫ এপ্রিলউ শুধু তা-ই নয়, তাঁর সংস্পর্শে ছিলেন বাকি ১৩ জন জওয়ানের করোনা আক্রান্তের কোনও লক্ষণ ছিল না।

আজ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, বিএসএফ-এর প্রথম দুই করোনা আক্রান্ত জওয়ানদের ইতিমধ্যে জিবি হাসপাতালের কোভিড-১৯ চিকিৎসা কেন্দ্রে ভরতি করা হয়েছে। গতকাল করোনা আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত ১২ জন জওয়ানকে আজই আইসোলেশন সেন্টারে নেওয়া হবে। তিনি জানান, বিএসএফ জওয়ানদের সংস্পর্শে ছিলেন এমন আরও ১৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা চলছে। ইতিমধ্যে ৩৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১২ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ মিলেছেউ ওই ১৭৯ জনের রিপোর্ট সন্ধ্যার মধ্যে এসে যাবে। তাঁদের মধ্যে বিএসএফ জওয়ান, চিকিৎসক, নার্স, প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ সহ অন্যান্যরা রয়েছেন।

তাঁর কথায়, করোনা-র তিন ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। কোভিড-১৯ উৎসর্গিত হাসপাতাল, কোভিড-১৯ উৎসর্গিত চিকিৎসা কেন্দ্র এবং কোভিড-১৯ কেয়ার উৎসর্গিত কেন্দ্র, তিন জায়গায় চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

দাবী করল

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেন নজর দেন।

সীমান্তে জিরো পয়েন্টে থাকা জমিগুলিতে গিয়ে কৃষকরা তাদের ফসল তুলে আনতে পারবে। কিন্তু যে সময় দেওয়া হয়েছে তা আরও বাড়ানো যায় কিনা সেই বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সারা দেশে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি ফেরানোর ব্যাপারে সরকার বাস, ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তা আসতে হবে নিজ খরচে। পিযূষ বিশ্বাস এই সিদ্ধান্তের আরও একবার বিরোধীতা করে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তাদের ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি করোনা মোকাবিলায় সরকারকে আরও পদক্ষেপ হাতে নেওয়া দাবি জানান।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ করেছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সাথেও আলোচনা করেছে। সে মোতাবেক ভারতীয় রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

পরিবার সহ ওই ৩৩ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে ফেরানোর জন্য ত্রিপুরা সরকারের প্রধানসচিব এস আর কুমার, বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার, শ্রম কমিশনার তাপস রায় এবং যুগ্ম পরিবহণ কমিশনার অজিত দেবনাথকে নিয়ে একটি টিম গঠন করেছে। সমস্ত নিয়ম মেনে ওই টিম পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, লকডাউনে ত্রিপুরায় আটকে রয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন। ট্রেনে তাঁদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকারের পদস্থ আধিকারিকরা ওই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা সুনিশ্চিত করবেন।

সীমানায়

● প্রথম পাতার পর

যাওয়ার সময় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এর পর ত্রিপুরায় কীভাবে এসেছেন তা তিনি বলতে পারছেন না। তার কথাবার্তায় কিছু অসংলগ্নতা রয়েছে। বিএসএফ ওই মহিলাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিষয় বিএসএফ-এর এক্তিয়ারভুক্ত। তাই মহিলাকে বিএসএফ-এর হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহে এ-নিয়ে তিন জন বাংলাদেশি অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের সময় আটক করা হয়েছে। সাব্রুমে এক মানসিক ভারসাম্যহীন, বিলোনিয়ায় এক যুবক এবং আজ সিমনাতে এক মহিলা অবৈধ প্রবেশের সময় আটক করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ত্রিপুরার জন্য ভীষণ চিন্তাজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

খেলা

মায়েদের অনেক ত্যাগে আজ তাঁরা তারকা

সন্তানের বিকাশে মায়ের অবদান অতুলনীয়। সন্তানের চলার পথ মসৃণ করতেও কত রকম ত্যাগ স্বীকার করেন মায়েরা। ক্রীড়াজগতে এমন কিছু তারকা আছেন, যাঁরা মায়েদের জন্য আজ এখানে। আসুন জেনে নেই সেসব মায়ের কথা: ডেলোরিস জর্ডান

মাইকেল জর্ডানের নাম তো শুনেছেন। ডেলোরিস এই বাস্কেটবল কিংবদন্তির মা। এক তথ্যচিত্রে মার্কিন তারকা বলেছিলেন, প্রথম দফায় তিনি বল "বাস্কেট" করতে পারতেন না। এ বিদ্যাটা শিখেছেন মায়ের কাছ থেকে। ছোটবেলা থেকেই লম্বা হতে চেয়েছেন জর্ডান। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে একদিন কথাটা বলতেই অদ্ভুত এক পরামর্শ দেন ডেলোরিস। জুতোয় লবণ মেখে প্রার্থনা করো!১৯৯৩ সালে দুই কিশোরের হাতে খুন হন জর্ডানের বাবা জেমস জর্ডান সিনিয়র। শিকাগো বুলস তারকা এতটাই মুষড়ে পড়েছিলেন যে ছেড়ে দিয়েছিলেন সাধের বাস্কেটবল।তাঁকে আবারও খেলায় ফিরিয়েছিলেন ডেলোরিস।কার মা, তা না বললেও চলে। অন্তত এ দেশের বেশিরভাগ ফুটবলপ্রেমীই জানেন নামটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নাড়ির সঙ্গে জড়িত; তাঁর মা। রোনালদোর শৈশব ছিল সমস্যাসঙ্কুল। পিতা হোসে দিনিস ফুটবলার হলেও ছিলেন মদ্যপ। ২০০৫ সালে তিনি মারা যান। রোনালদোর বয়স তখন ২০ বছর। বড় ভাই হুগো মাদকাসক্ত। এ পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরেছিলেন ডলোরেস। শক্ত হাতে রোনালদোকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন স্বপ্নপূরণের চূড়ায়। ডলোরেস মমতা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন বলেই রোনালদো এতটা উঁচুতে। অনেকের কাছেই তিনি "জননী সাহসিকা।" অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া পিএসজি। তার আগে রোজারিও সেন্ট্রাল, বেনফিকা, রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মাতিয়েছেন আর্জেন্টাইন উইঙ্গার। ডি মারিয়ার ফুটবলার হয়ে ওঠা তাঁর মায়ের কল্যাণে। শৈশবে রিভার তাঁকে সই করাতে চাইলে দ্বিধা করেননি ডায়না। দূরত্ব ছিল অনেক। তখন ডি মারিয়ার বাবার গাড়ি ছিল না। ডায়না "গ্রাসিয়েলা"য় (সাইকেলের মতো বাহন) করে ছেলেকে নিয়ে যেতেন ট্রেন স্টেশনে। গোটা শহর পার হয়ে যেতে হতো তাঁকে। এভাবে রোজারিও সেন্ট্রালে ডাক পেয়ে যান ডি মারিয়া।ডায়না ওই ত্যাগটুকু স্বীকার না করলে তাঁর উঠে আসার পথটা সহজ হতো না।মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন সার্জিও আগুয়েরো। মা কিশোরি থাকতেই এসেছিলেন গর্ভে। আগুয়েরোর বয়স ৬ মাস থাকতে তাদের বাসা দ্বিতীয়বারের মতো বন্যায় ভেসে যায়।চুরিও হয়ে যায় সব কিছু। পেটের সন্তানকে বাঁচাতে কাতান থেকে বুয়েনস এইরসে চলে যান আদ্রিয়ানা। আগুয়েরোকে নিরাপদে জন্ম দিতে সেখানে একটি বদ্ধ কামরায় কয়েক সপ্তাহ ছিলেন আদ্রিয়ানা। জন্মের সময় কাঁধের একটি হাড় ভাঙা ছিল আগুয়েরোর। তাঁর বাবার বয়স কম হওয়ায় হাসপাতালের নিবন্ধনে লিখতে হয়েছিল মায়ের নাম। সেখান থেকেই তিনি আজকের সার্জিও আগুয়েরো।

বিচ্ছেদের গল্প। লিওনেল মেসি ১৩ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে পাড়ি জমান বার্সেলোনায়। তখন আর্জেন্টিনায় থেকে যেতে হয় তাঁর মা সেলিয়া কুচিতিনিকে। এ সময়টা মেসির মায়ের জন্য ছিল ভীষণ কষ্টের। সেলিয়া অনেকবারই বলেছেন, সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তখন মাতৃস্নেহ ত্যাগ করতে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়েছে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাঁর ছোট ছেলেটা কেমন আছে, এ ভাবনাটা কুড়ে কুড়ে খেত তাঁকে। মেসি খ্যাতি কুড়োনোর সঙ্গে সেলিয়ার কষ্টও নিশ্চয়ই লাঘব হয়েছে।

দেশে ফিরতে দিল্লির পথে রওনা দিলেন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ফুটবলাররা

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.): অবশেষে দেড় মাস পর বাড়ি ফিরতে পারছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ফুটবলাররা। আই লিগের সময় ভারতে খেলতে এসে লক ডাউনের জেরে তারা আটকে পড়ে। এরপর অবশেষে রবিবার স্প্যানিশ দূতাবাসের সাহায্যে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা দেয় তারা।

রবিবার স্প্যানিশ দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত বাসে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার ও কোচরা রওনা দেন। এদিন বাসে করে তারা পৌঁছাবেন বারানসি। তারপর সেখানে আজকের রাতটা থেকে নিজেদের পরিবার নিয়ে দিল্লির বিমান এর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তারপর দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে কেউ যাবেন আমস্টারডাম, আবার কেউ ধরবেন পোল্যান্ড ও স্পেনের প্লেন।

করোনা জন্য আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার পাশাপাশি আন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা বন্ধ। এই অবস্থায় বেইতিয়া, কোলাডোর দেশে ফেরানোর ব্যাপারে তাঁদের দেশের সরকারের সঙ্গে কথা বলেন কলকাতায় স্প্যানিশ দূতাবাসের আধিকারিকরা।

করোনাভাইরাস: জার্মান ফুটবলে ১০ জন আক্রান্ত

জার্মান ফুটবলের শীর্ষ দুই বিভাগ বুন্ডেসলিগা ও বুন্ডেসলিগা-২ এর ১০ জনের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) সোমবার এক বিবৃতিতে জানায়, দুই বিভাগের ৩৬ ক্লাবের এক হাজার ৭২৪ জন খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ভাইরাস শনাক্ত হওয়া ১০ জনকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।ক্লাবগুলো এখন ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করছে। দলীয় অনুশীলন সামনে রেখে সবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সপ্তাহে আরও একবার পরীক্ষা করা হবে বলে জানায় ডিএফএল।

বুন্ডেসলিগার ক্লাব এফসি কোলন গত শুক্রবার তাদের তিন জন ফুটবলারের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিল। নতুন করে তাদের আর কেউ আক্রান্ত হয়নি।

ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে বুন্ডেসলিগার সবার আগে মাঠে ফেরার কথা শোনা যাচ্ছে। ৯ মে থেকে খেলা শুরু করতে চেয়েছিল ফেডারেশন। তবে সরকারের সিদ্ধান্তে সেটি পিছিয়ে যায়।

দেশটির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল গত সপ্তাহে জানান, ফুটবল কখন ও কীভাবে ফিরবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আগামী ৬ মে।

দর্শকদের সামনেই খেলতে চায় কোপা দেল রের দুই ফাইনালিস্ট

দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ফুটবল ফেরানো নিয়েই যেখানে সিদ্ধান্তে আসা যায়নি, সেখানে ভরা গ্যালারিতে কোপা দেল রের ফাইনাল খেলতে চায় আথলেতিক বিলবাও ও রিয়াল সোসিয়েদাদ। এজন্য তারা লম্বা সময় অপেক্ষা করতেও রাজি।

আগের সূচি অনুযায়ী, গত ১৮ এপ্রিল হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রভাবে অন্য সব টুর্নামেন্টের মতো এই ম্যাচও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে আছে।

কোপা দেল রে বিজয়ী দল সুযোগ পায় ইউরোপা লিগে খেলার। নিয়ম অনুযায়ী তাই উয়েফা প্রতিযোগিতার আগামী মৌসুম শুরুর আগে খেলতে হবে ম্যাচটি। সেক্ষেত্রে ম্যাচটি ভরা গ্যালারিতে হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েই যায়।

তারপরও কিছুতেই দর্শকশূন্য মাঠে খেলতে চায় না দল দুটি। এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছে তারা। বিষয়টি স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের কাছে প্রস্তাব করবে বলে এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা। ম্যাচের সূচি পাল্টে গেলেও প্রতিযোগিতাটির অফিসিয়াল স্বীকৃতি বজায় থাকার নিশ্চিয়তা চেয়ে অনুরোধ করবে ক্লাব দুটি।

সন্ধান চাই

Ref . Airport PS G.D. Entry No-12 dated - 25/04/2020

পাশের ছবিটি শ্রী নীলমোহন দেবনাথ, পিতা- শ্রী রাসমোহন দেবনাথ, সাং- নরগ্রাম, থানা- এয়ারপোর্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ৩৮ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা, গত ২৪/০৪/২০২০ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৬টার সময় তাঁর ভাড়াবাড়ি নবগ্রাম হইতে কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই, অনেক খোঁজা খুজির করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন থ্যত জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ২২৫৮
৩) এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১ ২৩৪ ২২৫৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-70/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO-e-PT-02/EE/ RDUD/G/2020-21 DATED-01/05/2020

On behalf of the 'Governer of Tripura' The Executive Engineer,R.D Udaipur Division,Udaipur,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 15/05/2020 for theZollowing work?

1) Laying of brick soling from Kalipada Debnath house to Narayan Nandi house at Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block.

2) Construction of Pucca drain from NH44 to Sankar Majumder house near Bagma Bazar at Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block. 3) Construction of Modern Yatri shed near the side of Maruti Car centre of Dhajanagar, Udaipur under Tepania R.D.Block.

4) Construction of bamboo palasiding near the land of Kalipada Debnath to Dula! Debnath at Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block. 5) Construction of pucca drain from Fakir Chand Das pond to Gomati river at SIgarah GP under Tepania R.D.Block.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.divisiona gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-139/2020-21

(Er. . AT) Executive Engineer R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

No.F.2(1)-SA /Ompi/ Hiring/2019-20/ Dated, 30/04/2020

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE

Sealed Quotations are invited, on behalf of the Governor of Tripura, from interested lawful owners of light vehicle (One Marutt OmnilEECO having manufacturing year not earlier than the year of 2015 witn valid registration and commercial permit issued by the TranSport Authority of Tripura for Hiring of Vehicle on rental basis initially for a period of 1 (one) year for use by the Supdt. of Agriculture, Ompi Agri. Sub-Division, for use within the State. Quotations will be received from 30th April 2020 to 15th May 2020 up to 3.00 pm and will be opened on the same date in the Ole. the undersigned at 4.00 pm, if possible. The details of terms and condition be available in the Departmental website rvzv y. ac i:.tripura,gov.in. For details please contact to the Office of the undersigned in any working day`_, between 11 am to 2 00

FORMAT:- be rate for hiring of vehicle should be quoted in the following format both in figures and in voids duly signed by the Quotationer No over writing or erasing will be allowed I accepted.

FORMAT

Particulars of Vehicle with Regd. No.	Year of manufacturing & date of purchase of the Vehicle	Name & address of the owner of the Vehicle	Rate in Rupees ( ) Detention charge per day	Charge per Km run	Over time beyond 8 hrs. of Duty (Rs)	Particulars of Earnest money
1	2	3	4	5		

ICA/C-145/2020-21

Supdt of Agriculture
Ompi Agri, Sub-Divison
Gomati Director.

Press Notice inviting e-Tender No. 02-03/ EE/ Engg-Cell/ Samagra/ 2020-21 dt.28/04/ 2020

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Shiksha Bhawan, Agartala, West Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender. The details are below:-

SI NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd call Supply and installation of Equipments/Items for fun/entertainment park at 10 (Ten) different School under North Tripura. DRAFT NIT NO: 10/EE/ENGG. CELL/Samagra/ 2019-20	1,25,0000 25,000	2(Two) months	Up to15.00 Hrs on 20/05/2020	At 21/05/2020 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call Supply and installation of Equipments/Items for fun/entertainment park at 10 (Ten) different School under Unakoti District. DRAFT NIT NO: 11/EE/ENGG. CELL/Samagra/ 2019-20.	1,25,0000 25,000	2(Two) months	Up to15.00 Hrs on 20/05/2020	At 21/05/2020 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Ail details can be seen press notice & bid documents for the work on website https:// tripuratenders,gov.in. at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-150/2020-21

Executive Engineer,
Samagra Shiksha, Shiksha
Bhawan, 3n .loos, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 5 May, 2020, Tuesday আগরতলা ৫ মে, ২০২০ ইং, ■ ২২বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

তৃতীয় দফার লকডাউন শিথিল করায় রাস্তাঘাট, বাজারে ব্যাপক ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতল, ৪ এপ্রিল।। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার লকডাউন চলবে ১৭ মে পর্যন্ত। ত্রিপুরাকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। গ্রিন জোনে থাকা রাজধানী আগরতলা সহ অন্যান্য স্থানে দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন চলাচল সরকারী নিয়মনীতি মেনে শুরু হয়েছে। কিন্তু লকডাউনকে একাংশের জনজণ হালকা ভাবে নিচ্ছেন। এটা খুবই বিপজ্জনক প্রবণতা। তৃতীয় দফার লকডাউনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকায় রাজধানী আগরতলা শহরে সোমবার সকাল থেকেই যানজট পরিলিক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম জটিলতা সৃষ্টি করে। এর ফলে ট্রাফিক পুলিশ হিমশিম খেয়ে হয়েছে। একদিকে সপ্তাহের প্রথম দিন অপরদিকে তৃতীয় দফার লকডাউনের প্রথম দিনে কিছুটা শিথিলতা দেখানোর ফলে মানুষজন বেপেরোয়া ভাবে রাস্তাঘাটে, বাজাহাটে এবং অফিস-আদালতে ছোটাছুটি করতে শুরু করেন। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়নি। তাতে পরিণাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। শিথিলতা থাকলেও লকডাউনের যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে চলা প্রত্যেকের দায়িত্বও কর্তব্য। অন্যথায় ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস যেকোনও সময় থাবা বসাতে পারে। এটি গোষ্ঠী সংক্রমণের রূপ ধারণ করতে পারে। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে রাজ্যের জনগণকে আবারও সতর্ক করে দিয়েছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পৃথক পৃথক বার্তায় লকডাউনকে হালকা ভাবে না নিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারী নির্দেশিকা মেনে প্রত্যেককে মাস্ক ব্যবহার করতে এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

লকডাউন আনন্দের বিষয় নয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি অপ্রিয় সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে না চললে না নিজের এবং দেশের ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

এদিকে, লকডাউন শিথিল করার ফলে যানবাহন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বাজারহাটে এবং জাতীয় সড়কে যানবাহন থামিয়ে থার্মাল স্কিনিং টেস্ট অব্যাহত রয়েছে। বাজার হাট খোলার সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও রাজধানী আগরতলা শহরের হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীরা সোমবার ব্যবসা শুরু করেননি। তাদের অনেকেই দোকানের শার্টার খুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন। হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জানিয়েছেন এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে হকার্স কর্নারে ব্যবসা শুরু হলে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকবে না। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীরা।

সুরাটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের

সুরাট, ৪ মে (হি.স.) : গুজরাটের সুরাটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধল পরিযায়ী শ্রমিকদের। ওই শ্রমিকরা তাঁদের রাজ্যে ফেরার দাবি জানিয়ে পথে নামলে ওই সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই নিয়ে এই ধরনের চারটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল সুরাটে।

সোমবার সুরাটের অদূরে ভারেলি অঞ্চলে জড়ো হন হিরে ও তাঁতশিল্পে যুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা। বাড়ি ফেরানোর দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের শান্ত করার জন্য পুলিশ ডাকা হয়। পুলিশকে দেখে জনতা ইট ছুড়তে শুরু করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। লকডাউনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার সুরাটে বিক্ষোভ দেখালেন ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা। এদিন সুরাটের পালানপুর পাতিয়া নামে আর এক জায়গায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান।

এর আগে, গত ১০ এপ্রিল সুরাটে কয়েকশ পরিযায়ী শ্রমিক বিক্ষোভ দেখান। ১৫ এপ্রিল একদল শ্রমিক সুরাটের ভারাচাহা অঞ্চলে রাস্তা অবরোধ করেন। গুজরাটে এখনও পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪২৮ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১০৪২ জন। মৃতের সংখ্যা ২৯০।

দিল্লির করোনা পরিস্থিতি সংকটজনক, দাবি হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি. স.): গোটা দেশে তৃতীয় দফার লকডাউন জারি হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে লকডাউন শিথিল করার আর্জি কেন্দ্রের কাছে জানিয়েছে।এই বিষয়ে সোমবার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, দিল্লিতে করোনা পরিস্থিতি সংকটজনক।এই সংক্রমণকে রুখতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সোমবার রেডক্রস সোসাইটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি সরকারের দাবি অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা নির্মূল করাটাই আসল লক্ষ্য।যদিও এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত দিল্লি সরকারকেই নিতে হবে।লকডাউনের নিয়ম নীতি প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দিশা নির্দেশ জারি করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভেঙে পড়া অর্থব্যবস্থার দোহাই দিয়ে দিল্লি সরকার কেন্দ্রের কাছে লকডাউন শিথিল করার দাবি জানিয়েছে। দিল্লির ১১ টি জেলাই রেড জোনে রয়েছে।ফলে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বাদে অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।বিগত ২৪ ঘন্টায় মারণ এই রোগে দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪২৭ জন।

গাড়ির পাস সংগ্রেস মানা হয়নি সামাজিক দূরত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। যানবাহনের পাস সংগ্রহের জন্য সোমবার ধর্মনগরে উত্তর জেলার জেলা শাসক অফিসের সামনে দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি। খোদ জেলা শাসকের অফিসের সামনে সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘন করা হলেও আরক্ষা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। বাজার চাই, রাস্তাঘাটেও মানুষের ব্যাপক ভীড় পরিলক্ষিত হয়।

সোমবার লকডাউনের মধ্যেও রাজ্যে ছিল এক ভিন্ন চিত্র। ছবি- নিজস্ব।

পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতল, ৪ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহিঃরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করা হয় সোমবার। এদিন দ্বিতীয় দফায় ১ হাজার টাকা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করা হয়। সদর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে এদিন তাদের হাতে নগদ অর্থ তোলে দেওয়া হয়। যে সমস্ত শ্রমিকরা রাজ্যে রয়েছে, লকডাউনের ফলে যারা কাজ হারিয়েছে মূলত তাদের হাতেই এই সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যায়, রাজ্য সরকার গত মাসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করবে। এদিন প্রায় শতাধিক শ্রমিককে সাহায্য করা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই শ্রমিকরা সাহায্য নিয়েছে।

বর্ষা আসন্ন, দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতল, ৪ এপ্রিল।। সামনেই বর্ষার মরশুম। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ অনুযায়ী এ বছর জুনের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে বর্ষা। আর বর্ষার মরশুমে রাজধানী আগরতলার পরিবেশ সকলেরই জানা। আর এবছর অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সোমবার আগরতলার দুর্গাবাড়ি দিঘিতে প্রস্তুতি মহড়া দিল আসাম রাইফেলস কর্মীরা। বর্ষায় উদ্ধার কার্য করা হবে কিভাবে তা নিয়েই মহড়া দেওয়া হয়। এক কথায় এবছর অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে আসাম রাইফেল জওয়ানরা। এদিন দুটি বোর্ডে করে আসাম রাইফেলের জওয়ানরা মহড়া দেয়।

ফের নাবালিকা ধর্ষিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থানাধীন লুধুয়ায় এক নাবালিকা ধর্ষণ ও অন্তসত্তা করার দায়ে এক যুবককে গেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম শান্তি কুমার ত্রিপুরা তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬/৩১৫/১০৯ এবং পক্সো ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। জানা গেছে, লুধুয়ার এক নাবালিকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।

তিন দফা দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন চাকরিচ্যুতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতল, ৪ এপ্রিল।। চাকরির সুনিশ্চয়তা, সুপ্রিমকোর্টের মামলার আপডেট জানা সহ ৩ দফা দাবি আদায়ে সোমবার শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল ১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। এদিন সারা রাজ্যেই শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অল ত্রিপুরা ১০, ৩২৩ এডহক শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের উদ্যোগে এদিন আগরতলার অফিস লেনস্থিত শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউকে চাকমার কাছে ৩ দফা দাবি সনদ তোলে দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চাকরির সুনিশ্চয়তা, সুপ্রিমকোর্টের রাজ্য সরকারের দায়ের করা মামলার আপডেট। যদিও এদিন শিক্ষা অধিকর্তা তাদের দাবি সনদ নিয়ে দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সরকার তাদের ব্যাপারে কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়নি। উল্লেখ করা যায়, গত ৩১ মার্চ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে চাকরিচ্যুত হয়েছিল ১০,৩২৩ এডহক শিক্ষকরা।

রাজধানীতে লকডাউনে বিপজ্জনক চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতল, ৪ এপ্রিল।। প্রথম দফায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী সময় তা বাড়িয়ে ৩ মে করা হয়েছে। তৃতীয় দফায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে ১৭ মে পর্যন্ত। গোটা দেশেই লকডাউন থাকবে। তবে জোন হিসাবে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দফার লকডাউনের শুরুতে রাজধানী আগরতলা শহরের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে লকডাউন একেবারে উধাও। কতিপয় অতি উৎসাহী লোক কারণে অকারণে শহরে ভীড় জমিয়েছে। পুলিশি ব্যবস্থা তেমন কড়া না হওয়ায় রাস্তাঘাট এবং যানবাহনেও লোক জমায়েত ছিল। শহরে চলেছে অটো এবং টমটম সহ ছোট গাড়ি। বাইকের দৌড়ঝাঁপ ছিলো অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সুবজ জোনে রয়েছে ঘোষণা হতেই মানুষের উৎসাহ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। যদিও রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়। ইতিমধ্যেই ধলাই জেলায় আরও ১২ জন ব্যক্তির শরীরে করোনা সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। এই হিসাবে শহরে কিংবা অন্যত্র যাতে ভীড় না জমানো হয় সরকার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন শহরে অটো রিকশা বেরোলেও তাদের রুজি রোজগার ভালো নয় বলে জানালেন চালকরা। আগামী ১৭ মে পর্যন্ত গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যে লকডাউন চলবে। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দোকান খোলা থাকবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। যতটুকু সম্ভব সামাজিক দূরত্ব মেনে হাট বাজার করার কথা বলছে প্রশাসন।

সামান্য বৃষ্টিতে বেহাল দশা গোবিন বাড়ী এডিসি ভিলেজের রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।। সামান্য বৃষ্টিতে বেহাল দশা গোবিন বাড়ী এডিসি ভিলেজের রাস্তা। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত গোবিন বাড়ী এডিসি ভিলেজের রাস্তার বেহাল দশা। সামান্য বৃষ্টিতে এই রাস্তা কাদায় পরিপূর্ন হয়েরয়েছে। এলাকাবাসী ও গাড়ী চালকদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় দীর্ঘদিনযাবৎ এই রাস্তার অবস্থা খোবই খারাপ। সামান্য বৃষ্টিহলে উনাদের যাতায়তে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। অপরদিকে এলাকার লোকজন অসুস্থ হয়ে পরলে লোকজনদের হাসপাতালে নিয়ে যেতেও বিশেষ আসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। এখন গ্রামের লোকজনদে একটাইদাবী এই এলাকার উন্নয়নে অতিসত্বর রাস্তা মেরামতি করাহোক। এখন দেখার বিষয় গ্রামবাসীদের দাবী কতটুকু কার্যকরহয়।

সোমবার আগরতলায় আয়োজিত হয় আপাতকালীন পরিস্থিতি নিয়ে মহড়া। ছবি- নিজস্ব।

২৪ ঘন্টায় ৭২ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ১৩৭৩ জনের, করোনা-আক্রান্ত ৪২,৫৩৩

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): সংক্রমণ ঠেকানোই যাচ্ছে না। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ভারতে রীতিমতো শক্ত কামড় বসাচ্ছে করোনাভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরও ৭২ জন, এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৫৫৩ জন। ফলে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩৭৩ এবং সংক্রমিত ৪২,৫৩৩ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১১,৭০৭ জন। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪২,৫৩৩ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ২৯,৪৫৩)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩৭৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৯,৪৫৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৩৭৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে ৪ জনের, দিল্লিতে ৬৪ জনের, গুজরাটে ২৯০ জনের, হরিয়ানায় ৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ২৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৫৬ জন, মহারাষ্ট্রে ৫৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ২১ জন, রাজস্থানে ৭১ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩০ জন, তেলেঙ্গানায় ২৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মৃত্যু ও সংক্রমণ উভয় দিক থেকেই রেকর্ড গড়ে চলেছে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১২,৯৭৪, দিল্লিতে ৪,৫৪৮, তামিলনাড়ুতে ৩০২৩, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫৮৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৪৩ জন, বিহারে ৫০৩ জন, চন্ডীগড়ে ৯৪ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৭ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৫,৪২৮ জন, হরিয়ানায় ৪৪২ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৭০১ জন, ঝাড়খণ্ডে ১১৫ জন, কেরলে ৫০০, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৬১৪ জন, লাদাখে ৪১ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৮৪৬ জন, মণিপুরে দু'জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১৬২ জন, পুদুচেরিতে ৮ জন, পঞ্জাবে ১১০২ জন, রাজস্থানে ২৮৮৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১০৮২ জন, ত্রিপুরায় দু'জন, উত্তরাখণ্ডে ৬০ জন, উত্তর প্রদেশে ২৬৪৫ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯৬৩ জন।

শান্তির বাজার পৌরপরিষদের ১৩ টি ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে টুয়েপের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।। সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে শান্তির বাজার পৌরপরিষদের ১৩ টি ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে টুয়েপের কাজ। বিগত অনেকদিন যাবৎ রাজ্যে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। এই লকডাউন চলাকালিন রাজ্যের খেটে খাওয়া গরিব অংশের লোকজনেরা কার্মসংস্থান হারিয়ে ঘরে বসেছিলো। রাজ্যসরকার এই সকল গরিব অংশের লোকজনদের কথা মাথায় রেখে রেগার কাজ শুরু করার চিন্তা করেছেন। এরইমধ্যে আরবানের গাইডলাইন অনুযারে শান্তির বাজার পৌর এলাকার ১৩ টি ওয়ার্ডে দুরত্ব বজায় রেখে টুয়েপের কাজ শুরু করেছে। আজকে এই সকল কাজ পরিদর্শনে যান শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, কাউন্সিলার শ্যাম লাল দেবনাথ, কাউন্সিলার শ্রীমতি স্বপ্না বৈদ্য ও অন্যান্য কাউন্সিলার রা। সকলে কাজের স্থানে গিয়ে কাজ পরিদর্শন করেন। আজকের দিনে কাজ পেয়ে খুবইখুশি পৌর এলাকার গরিব লোকজনেরা।

অর্থনীতিকে গতিশীল করতেই লকডাউনে ছাড় জানাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি. স.): দেশের অর্থব্যবস্থাকে গতিশীল রাখতেই লকডাউনে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব পূর্ণ সলিলা শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, গোটা দেশকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি জোনকে শর্তসাপেক্ষে ছাড় দেওয়া হয়েছে।কন্টামিনেট জোনে রাস্তার ওপর মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তৃতীয় দফার লকডাউন এ নতুন দিশা নির্দেশ কেন্দ্রের তরফে জারি করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, জিমগুলো বন্ধ রয়েছে। কন্টামিনেশন জোনে সাধারণ মানুষের চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিষেবা যাতে রুদ্ধ না হয়ে পড়ে সেইজন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এর জন্য কেন্দ্র কন্টোল রুম গড়ে তুলেছে। যার টোল ফ্রি নম্বর প্রতিটি রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। চালকরা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে এই নম্বরে ফোন করতে পারেন। তিনি আরও জানিয়েছেন পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে করোনা ছড়িয়ে পড়ার জেরে অ্যাডভাইজারি জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তৃতীয় দফার লকডাউন স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।রাজ্যগুলির মধ্যে যাত্রীবাহী রেল, বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশেও নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

১১ লাখের বেশি করোনা পরীক্ষা সারা দেশে হয়েছে, জানাল আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি. স.): সোমবার সকাল পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে ১১ লাখের বেশি মানুষের করোনা পরীক্ষা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা আইসিএমআর। ৪ মে, সোমবার সকল ৯ পর্যন্ত ১১,০৭,২৩৩ নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে।

সারা দেশে করোনার রিয়েল টাইম আরটি- পিসিআর টেস্টে আয়োজনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে ৩৬৩ টি ল্যাব রয়েছে।এইগুলিতে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। পাশাপশি ৪২ টি ল্যাবে ট্রুনস্ট পদ্ধতিতে পরীক্ষা এবং ২১ সিবিএনএএটি পদ্ধতিতে টেস্ট হচ্ছে। দেশজুড়ে ৩১৫ টি সরকারি হাসপাতাল এবং ১১১ টি বেসরকারি ল্যাবে করোনার পরীক্ষা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২৫৩৩। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ১৩৭৩। নতুন করে আক্রান্ত ২৫৫৩।

বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি. স.): বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতিতে বিদেশে আটকে পড়া প্রবাসী ভারতীয়দের পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই সংক্রান্ত যাবতীয় অনুমতি মন্ত্রকের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। ৭ মে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।বিমানে করে এবং নৌবাহিনী জাহাজে করে প্রবাসীদের ফিরিয়ে আনা হবে। এই বিষয়ে যাবতীয় রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের তালিকা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক।এর জন্য সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের। দেশে ফেরার জন্য বিমান ভাড়া যাত্রীদের দিতে হবে। বিমানে ওঠার আগে প্রত্যেকটি যাত্রীর স্ক্রীনিং করানো হবে। যাত্রা পথে কেন্দ্রীয় সরকারের দিশা নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য প্রত্যেক যাত্রী। দেশে ফেরার পর প্রত্যেককে আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। দেশে ফেরার পর প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা হবে।তাদেরকে ১৪ দিনের জন্য কোরেনটিনে রাখা হবে।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবিভিপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে সোমবার তেলিয়ামুড়ায় মোহরবাড়ি স্কুলে গরীব জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রীন বন্টন করা হয়। মোট ৫০টি জনজাতি পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলেদেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এবিভিপি নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়। এদিন সামগ্রীম তুলে দিয়ে মুখ্যসচেতক কল্যামী রায় বলেন, এবিভিপি শুধু ছাত্রদের স্বার্থেই কাজ করেনা, মানুষের বিপদের সময়ে পাশে দাড়ায়। মোহরবাড়িতে ত্রাণ সামগ্রী তুলেদিয়ে তার এমনি পরিচয় দিয়েছে এবিভিপি। কল্যাণী রায় আরও বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় দেশে তৃতীয় দফায় আরও ১৪ দিনের জন্য সোমবার থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে। সকল অংশের জনগণকে লকডাউনের নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য তিনি।

চুরাইবাড়িতে চলছে অবাধে প্রবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ত্রিপুরা আসাম সীমান্তে চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে কর্মরত কর্মীদের চোখে দুলো দিয়ে দুদিকের জনগণ অবাদে আসা যাওয়া করছেন। পুলিশ সবকিছু দেখে শুনেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। রাজ্য সরকার আসামের সঙ্গে যাতায়াত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিলেও তা অমান্য করে একাংশের লোকজন অবিরাম যাতাযাত করছেন। তাতে যেকোন সময় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে।

দূর্পা বাড়ী এডিসি ভিলেজ পরিদশন করেন জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।। দূর্পা বাড়ী এডিসি ভিলেজ পরিদশন করেন জেলা শাসক। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত দূর্পা বাড়ী এডিসি ভিলেজের বসবাসকারী লোকজনদের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যার কারনে ডাইরিয়া রোগের সৃষ্টি হয়েছে। এইকথা জানতে পেরে এলাকা পরিদর্শনেযান দক্ষিন ত্রিপুরার জেলা শাসক দেবপ্রীয় বর্ধন। এইদিন উনার সফরকালে উনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা, বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস ও অন্যান্য আধিকারিকগন। জেলাশাসক, বিধায়ক ও বিডিও গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথাবলেন। পরবর্তী সময় বগাফা ব্লকের উদ্দ্যোগে এলাকার ১৪ টি গরীব পরিবারের মধ্যে ফিল্টার বিতরন করাহয়। এইসফর সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান জেলা শাসক দেবপ্রীয় বর্ধন। তিনি জানান এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতে পেয়েছেন ও এই সমস্যাগুলি দ্রুততার সহিত সমাধানের চেষ্টা করাহবেবলে জানান জেলাশাসক। এইদিন জেলা শাসক ও বিডিও কে কাছে পেয়ে খোবই আনন্দিত এলাকাবাসী। ব্লক কতৃক এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।